CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-67 ■ 13 December, 2024 ■ আগরতলা ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। “এক দেশ, এক নির্বাচন” সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী সপ্তাহে সরকার এটি সংসদে পেশ হতে পারে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিল অনুমোদন করা হয়। ‘এক দেশ, এক নির্বাচনে’-এর বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। সেই কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। যেখানে ‘এক দেশ, এক নির্বাচনে’-এর পক্ষে সায় দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সেই সময়ে জানিয়েছিলেন যে সরকার এই বিষয়ে ব্যাপক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবে এবং সময় এলে এই বিষয়ে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল আনা হবে। তিনি বলেছিলেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং বিপুল সংখ্যক দল প্রকৃতপক্ষে এক দেশ, এক নির্বাচন উদ্যোগকে সমর্থন করেন।

এদিকে, “এক দেশ, এক নির্বাচন” সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী সপ্তাহে সরকার এটি সংসদে পেশ করতে পারে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিল অনুমোদন করা হয়।

এই নিয়ে বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, ”এক দেশ, এক নির্বাচন”-এর ভাবনা সারা দেশে উৎসাহের ঢেউ তুলেছে। ঘন ঘন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এর জন্যে বিপুল ব্যয় হয়। এছাড়াও তিন, চার মাসের জন্য বহুসংখ্যক আধিকারিক নির্বাচনের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে অনেক দফতরের কাজ আটকে যায়। আর বারবার ভোট দেওয়া ভোটারদের ক্লান্তির কারণ হতে পারে।

উল্লেখ্য, ‘এক দেশ, এক নির্বাচনে’-এর বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। সেই কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। যেখানে ‘এক দেশ, এক নির্বাচনে’-এর পক্ষে সায় দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাশ ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’। বৃহস্পতিবার মোদীর মন্ত্রিসভা সায় দিয়েছে। তার তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী তৃণমূল। প্রায় একই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। গ্রামীণ এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুফল সকল অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারণ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত জীবন মানের উন্নয়ন করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার।

বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলার পূর্ব নলছড়ের দশমীঘাট মাঠে আয়োজিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই কার্যক্রমে স্বাস্থ্য পরিষেবার অংশ হিসেবে বিধায়ক কিশোর বর্মনের বিশেষ উদ্যোগে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও মেডিকেল টেস্টিং ভ্যানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্য সরকারের অন্যতম অভিমুখ গ্রামীণ জনগনের সার্বিক বিকাশ। তাদের উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আমাদের মূল উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন কার্যক্রম শুরু করেছি। এনিয়ে দুবার হলো। এর মানে হচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্দির-মসজিদের সমীক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। দেশের সমস্ত মন্দির-মসজিদ-গির্জার সমীক্ষায় বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মন্দির বা মসজিদ নিয়ে নতুন করে কোনও মামলাও করা যাবে না এখনই।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আগে এই সংক্রান্ত মামলাগুলির নিষ্পত্তি হবে, তার পর নতুন মামলা গৃহীত হবে আদালতে। নিম্ন আদালতগুলিতে এই সংক্রান্ত মামলায় এখনই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দিতে নিষেধ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উপাসনাস্থল আইন মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও।উপাসনাস্থল আইনের বেশ কিছু ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে অন্যতম বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। সেই আবেদনের শুনানি শুরু করেই এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে উপসনাস্থল আইন মামলার শুনানি হয়।

উল্লেখ্য, প্রতিবেশী বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে তার বিরুপ প্রভাব ভারতে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। সেই আবহে শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বন্যায় সিপাহীজলায় মৎস্য চাষে ক্ষতি ২০০ কোটি, বরাদ্দ ৮৬ লাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। মৎস্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বন্যায় সিপাহিজলা জেলায় ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা, কিন্তু ক্ষতিপূরণ বাবদ বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৮৬ লক্ষ টাকা। মৎস্য দপ্তরের উপ- অধিকর্তা ক্ষিতীশ দেববর্মা আজ এই তথ্য দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বন্যায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জনগণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে বন্যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারি সহায়তা এখনো সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। ক্ষতির তুলনায় বিভিন্ন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বরাদ্দ কম আসছে। তাই একসাথে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সকলকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে সিপাহিজলা জেলায় মৎস্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ চাষির সংখ্যা ১৭৬৯৭ জন। ক্ষতির পরিমাণের তুলনায় ক্ষতিপূরণ কম আসর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দপ্তরের স্কিম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৬৮০০ টাকা করে পাবেন প্রায় ১২০০ মৎস্য চাষী। এছাড়াও দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ৪০,০০০ করে মাছের পোনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান মৎস্য দপ্তরের উপ-অধিকর্তা ক্ষিতীশ দেববর্মা।

জমি দখল নিয়ে জটিলতা জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ডিসেম্বর।। বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর ভূঁইয়ার মাথা এলাকায় এক জমি দখল নিয়ে সাংঘাতিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। আদালতের রায়ে জমির মালিক দক্ষিণ নিতে পারছেন না। অন্যদিকে ওই জমিতে বসবাসরতদের দাবি তাদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে আজ তারা স্থানীয় জনগণদেড় নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে। পুলিশ এসেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে অর্জুন দত্তের কাছ থেকে সীমা দাস এবং বিভাস দাস বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর ভূঁইয়ার মাথা এলাকায় একটি জমি ক্রয় করে। কিন্তু মৃত হরিবল দেব সরকারের পরিবার সেই জমি দখল ছাড়তে নারাজ। আদালতের রায় সহ জমির বর্তমান দুই মালিক জমি দখল করতে আসলেও বার বার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন তারা।

জমি মামলায় সীমা দাস এবং বিভাস দাস তিনবারের মতো আদালতের রায় নিজের পক্ষে পেয়েও এখনো জমি দখল করতে সক্ষম হননি। বৃহস্পতিবার তাঁরা জমি দক্ষিণ করতে আসলে হরিবল দেব সরকারের পরিবার স্থানীয়দের নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

ঘটনা সামাল দিতে বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের বুঝিয়েও পথ ছাড়াতে ব্যর্থ হয়। অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

জমির বর্তমান মালিক বিভাস দাস জানিয়েছেন, আদালত থেকে রায় পাওয়া সত্ত্বেও জমি ব্যবহার করতে পারছেন না তারা। আজও জমিতে এসে অবরোধকারীদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় তাঁকে।

এদিকে মৃত হরিবল দেব সরকারের পরিবারের দাবি, ওই জমি তাদের পৈতৃক জমি। আজ জমি দখল করতে বিভাস দাস ও অন্যান্যরা পুলিশ সাথে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ১৯৯৫ সালের জেলা শাসকের অফিস থেকে প্রাপ্ত কাগজ অনুযায়ী এই জমি মৃত হরিবোল দেব সরকারের। তাই ওই জমি ছাড়তে নারাজ তারা।

তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টির শঙ্কা

চেন্নাই-সহ একাধিক জেলায় স্কুলে ছুটি ঘোষণা

চেন্নাই, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ইতিমধ্যে বৃষ্টি অবশ্য শুরুও হয়ে গিয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার চেন্নাই, ভিল্লুপুরম, থাঞ্জাভুর, মায়িলাদুথুরাই, পুদুকোট্টাই, কুডালু, ডিন্ডি, রামানাথপুরম, তিরুভারুর, রানিপেট এবং তিরুভাল্লুরে স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকালে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই সময়ে উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, রায়ালসীমায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত হালকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণধোলাইয়ের জেরে মৃত্যু যুবকের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। গাড়ির ব্যাটারি চুরি করার অভিযোগে এক যুবককে বেধড়ক মারধোর করে স্থানীয় জনগণ। তাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন ওই যুবক। এমনটাই অভিযোগ করেন পরিবারের সদস্যরা। আজ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, গত ২৩ নভেম্বর বিশালগড়ে ২ সন্তানের বাবা সুজন নম:'কে গাড়ির ব্যাটারি চুরির অভিযোগে মারধর করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এলাকার জনগণ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে সুজন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু বিশালগড় থানার পুলিশ এখনও ঘুমিয়ে আছে বলে অভিযোগ।

তাঁর আরও অভিযোগ, গণধোলাইয়ের। জেরে সুজনের মাথায় আঘাত লাগে। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে সুজনের।

বিলোনিয়ায় সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য বিলোনিয়ায় ভারত — বাংলাদেশ সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ বিলোনিয়ায় বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ, টিএসআর ও সিআরপিএফ-এর টহলদারী দেখা গিয়েছে।

বাংলাদেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। তার জেরেই উত্তপ্ত হয়ে আছে আন্তর্জাতিক সীমানাগুলো। দুই দেশের সীমান্তের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরা কঠোর নজরদারিতে রয়েছে। তেমনি রাজ্যের পুলিশ সহ টিএসআর, সিআরপিএফ বাহিনীর টহলদারি চলেছে সীমান্ত এলাকাতে। আজ এমনই এক দৃশ্য দেখা গেল বিলোনিয়া ভারত-বাংলা সীমান্তের এলাকাগুলোতে।

বিলোনিয়া আন্তর্জাতিক সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি চলছে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর নজরদারি। আজ বিলোনিয়া কালিনগর, গিরিধারী চার নাং ব্রীজ, সাড়াসীমা ও ত্রিপুরা বাজার এলকার কাঁটা তার সীমান্ত এলাকাতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর টহল দেখা যায়। দুই দেশের পরিস্থিতি নিয়ে জনমনে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে এই টহলদারি সহ নজরদারি।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস, বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির জেরে আজকের এই পেট্রোলিং করা হচ্ছে। আগামীদিনেও এই ধরনের পেট্রোলিং জারি থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। প্রায় দুই বছর পর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অস্নাতক পদে এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করলো টিআরবিটি।

প্রথম শ্রেনি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১০৯৯টি অস্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ৫৭১জন, তপশীলি জাতি ১৮৭জন এবং তপশীলি জনজাতি ৩৪১জন রয়েছেন। তাছাড়া, ষষ্ঠ শ্রেনি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৪৬৭টি স্নাতক পদে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ২৪৩জন, তপশীলি জাতি ৭৯জন এবং তপশীলি জনজাতি ১৪৫জন রয়েছেন। আরও জানানো হয়েছে, আগামী ৪ জানুয়ারী থেকে ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা বলেন, গুনগত শিক্ষাদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে শিক্ষাঙ্গনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করছে রাজ্য সরকার। এই ধারাবাহিকতায় এবার একসাথে ১৫৬৬ জন অস্নাতক (১০৯৯) ও স্নাতক (৪৬৭) শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই মর্মে আজ টিআরবিটি কর্তৃক নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রশিক্ষিত যোগ্য যুবশক্তির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলীয়দের দ্বারা পরপর আক্রমণের শিকার বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। স্ব-দলীয়দের দ্বারা পরপর আক্রমণের শিকার হয়েছে বিজেপির বুথ সভাপতি বাড়ি। ওই ঘটনায় গোটা খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯ নং বুথ এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, নিজ দলের কর্মীদের দ্বারাই ২৫ খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯ নং বুথের পর পর দুবার মনোনীত বিজেপি দলের বুথ বাড়িতে আক্রমণের শিকার হয়েছে বুথ সভাপতি কমল দেবনাথ। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

এদিন তিনি ঘটনাটি বিস্তারিত জানাতে গিয়ে বলেন, গতকাল রাতে তাঁর বাড়িতে হঠাৎই এলোপাতাড়ি ভাবে ইট পাটকেল ছুটতে থাকে কিছু যুবকরা। পরবর্তীতে তিনি বের হলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর আবার একই ঘটনার সংগঠিত করে তারা। তিনি আরো জানান, এর আগেও গত দুর্গাপূজার পঞ্চমীর দিন তার বাড়ির সামনে রাখা তার এক আত্মীয়ের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এর ঠিক পর কালী পূজার সময় উনার বাড়ির গেটে বড় পাথর নিক্ষেপ এবং ভাঙচুর চালানো হয়। পাশাপাশি গত ১৮ই জুলাই উনাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় কতিপয় যুবকরা বলেও সাংবাদিকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন মামলা দ্রুত শোনার আবেদন খারিজ

চট্টগ্রাম, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বৃহস্পতিবার ওকালতনামা সঙ্গে নিয়ে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ নির্ভীক চিত্তে আদালতে গেলেও তাঁর জামিন মামলা দ্রুত শোনার আবেদন খারিজ করে দিলেন বিচারক।

বৃহস্পতিবার সকালেই চট্টগ্রাম জেলে, যেখানে বন্দি রয়েছেন ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, সেখানে পৌঁছে যান আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। সেখান থেকে ওকালতনামা সংগ্রহ করেছেন। তা নিয়েই এদিন তিনি যান চট্টগ্রাম আদালতে।

সন্ন্যাসীকে কারারুদ্ধ রাখতে একেবারে মরিয়া ইউনুস সরকার! বিচারক জানালেন, নির্ধারিত ২ জানুয়ারিতেই হবে শুনানি। খালি হাতেই ফিরতে হল বর্ষীয়ান আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষকে। ফলে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলেই কাটাতে হবে চিন্ময় প্রভুকে।

আগের শুনানিতে কোনও আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। সেই দিনটিই এগিয়ে আনার জন্য ফের আদালতের দ্বারস্থ হন সন্ন্যাসীর আইনজীবী।

গণ্ডাছড়া গিরিশ চন্দ্র কারবারি পাড়া স্কুলের গার্লস হোস্টেলের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। গণ্ডাছড়া গিরীশ চন্দ্র কারবারি পাড়া স্কুলের ছাত্রীবাসের বেহাল দশা। বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে ছাত্রীরা দিন কাটাচ্ছে। অতিসত্বর ওই ছাত্রীবাসের সমস্যা সমাধান করী জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন এসএমসি কমিটির সদস্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএমসি কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, গণ্ডাছড়া গিরীশ চন্দ্র কারবারি পাড়া স্কুলের ছাত্রীবাসের বেহাল দশা পরিনত হয়ে রয়েছে। ছাত্রীবাসে এখনো পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়নি। রাতের পর রাত ছাত্রীদের অন্ধকারের দিন কাটাতে হচ্ছে। পাশাপাশি, ওই হোস্টেলের চারিদিকে বাউন্ডারির ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, সামান্য বৃষ্টি হলে হোস্টেলের রান্নাঘর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এবিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনো কাজের কাজ হয়নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুয়াশায় বাতিল বিমান বিপাকে বিএড পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে কলকাতা যাওয়ার বিমান হঠাৎ করেই বাতিল হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বিএড পরীক্ষার্থীরা। আজকের মধ্যে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায় ছাত্রছাত্রীরা। প্রসঙ্গত, আজ সকালে বিমানবন্দরে গিয়ে বিমান বাতিল দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন বিএড পরীক্ষার্থীরা। কারণ, আগামীকাল তাদের বিএড পরীক্ষা আছে বলে জানিয়েছেন তারা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিমান বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস কর্তৃপক্ষ। এদিকে, বিমান বাতিল হওয়ায় ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বহু ছাত্রছাত্রীর। কিন্তু অন্য সংস্থার বিমান বাতিল হয়নি বলে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ছাত্রছাত্রীরা। তাদের কথায়, আজকের মধ্যে যেভাবেই হোক তাদের কলকাতা যেতে হবে। কাল তাদের বিএড পরীক্ষা, আজকের বিমান বাতিলের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নেবে না। যার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তারা। বিমান বাতিল হওয়ায় ছাত্ররা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, বিমান বদল করলেও যেকোনোভাবে আজকের মধ্যে তাদের কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
২৭ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মেরুকরণ, অসহিষ্ণুতা !

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম নানাভাবে সমাজকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে। সামাজিক মাধ্যমে যেটুকু ইতিবাচক দিক রহিয়াছে তার চেয়ে বহুগুণ নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হইতেছে। তথ্যপ্রযুক্তির এই বাড় বাড়ন্ত সমাজকে বিপদজনক পথে ধাবিত করিতেছে। এই বিষয়ে সমাজের সকল অংশের জনগণকে সচেতন হওয়া খুবই জরুরী। সমাজ মাধ্যমের কপালে পড়িয়া বহু পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সমাজ মাধ্যম পশ্চিমে সংস্কৃতিকে সনাতনী সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করাইবার নিরন্তন প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে। ইহা উদ্বেগ ও উৎকণ্টার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ মাধ্যমের কল্যাণেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরকীয়া সম্পর্ক প্রতিনিয়ত মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়িতেছে। ইহার দৌলতে বহু সোনার সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। স্বামী সন্তান ঘরে রাখিয়া বহু গৃহবধূ পরা পুরুষের হাত ধরিয়া রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুরুষ মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিতেছে।

সোশাল মিডিয়ার জন্যই দেশে বাড়িতেছে মেরুকরণ এবং অসহিষ্ণুতা। উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন খোদ দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তাঁহার মতে মেরুকরণ বাড়িতেছে বিশ্বজুড়িয়াই। আর ভারতও সেটার ব্যতিক্রম নয় ।প্রধান বিচারপতির মতে, “বর্তমানে বিশ্বজুড়িয়াই ডান, বাম এবং মধ্যপন্থীদের মধ্যে মেরুকরণ দেখা যাইতেছে। ভারতও তাহার ব্যতিক্রম নয়। এর নেপথ্যে রহিয়াছে সমাজবাধ্যমের বাড়বাড়ন্ত। এর ফলে অসহনশীলতাও বাড়িতেছে। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আক্রমণও বাড়িতেছে। এটা খারাপ সময়, কাটিয়া যাইবে, এমন ভাবিয়া উপেক্ষা করা যাইবে না। বারবার এই অসহনশীলতাকে উপেক্ষা করিয়া গেলে সেটা বাড়িতে বাড়িতে সামাজিক অবক্ষয়ে পরিণত হইবে। এটার বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়িতে হইবে।প্রধান বিচারপতির মুখে এদিন যে উদ্বেগের সুর শোনা গিয়াছে, সেটা সম্ভবত গোটা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আওয়াজ। দেশে অসহিষ্ণুতা যে বাড়িতেছে, সেটা অস্বীকার করিবার মতো জায়গায় নাই শাসকদলও। আর এই অসহিষ্ণুতার মতো ব্যধির মূল উৎস যে সোশাল মিডিয়াই, সেটা একবাক্যে মানিয়া নিতেছে ওয়াকিবহাল মহল। স্বাভাবিক কারণেই সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সরকার ও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। অন্যতায় এই সমাজ মাধ্যম সমাজে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে উৎসাহ যুগাইবে। ইহাতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে।

নিউট্রন তারার কোনও হদিসই পাওয়া গেল না

বিজ্ঞানের গভীরে যেমন একটা ছন্দ আছে, এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য আছে, তেমনই বিজ্ঞানের যাঁরা সাধক, তাঁদের মনে রহস্য মেশানো এক অসহ্য কৌতূহলও লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা কী? কেন? এই অদম্য কৌতূহলেরই প্রেরণায় বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় শুরু হয়, আবিষ্কার হয় নতুনের।

আজ থেকে মোটামুটি তিনশো বছর আগে, ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে চিন দেশের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী খালি চোখেই সন্ধ্যার আকাশে শুধু জ্বলজ্বলে তারাগুলিকে দেখছিলেন তাদের গতিবিধি, ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ইত্যাদি। ঝলমলে তারাগুলিকে হঠাৎ ম্লান করে দিয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটল, সারা আকাশ সেই আলোর ছটায় সন্ধ্যাকে যেন ভোর বানিয়ে দিল। এই বিস্ফোরণের কী কারণ, তা আবিষ্কার হল বিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের পরে এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন নিউট্রনের চালচলন ভাল করে বুঝে ওঠার পর। এই বিস্ফোরণের নামকরণ হল সুপারনোভা। ওই সুপারনোভার ভয়ঙ্করী শোভাই চিন দেশের বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছিলেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, আবার সেই খালি চোখেই সুপারনোভার বিস্ফোরণ দেখা গেল। নীল রঙের এক বিরাট তারা (সূর্য্যের ওজনের তুলনায় ১০ থেকে ২৫ গুণ ভারী) যার নাম 'স্যানডুলিক-৬৯২০২'। আমাদেরই লার্জ ম্যাগলেনিক ক্লাউড-এ তার বাসস্থান। তারাটিতে কী ঘটল যে, ওই মাপের একটা বিস্ফোরণ হল?

দৈত্য তারার ওজন সূর্য্যের ১০-২৫ গুণ। কাজেই তার মাধ্যাকর্ষণ প্রচণ্ড। নিজেরই মাধ্যাকর্ষণকে আটকে রেখেছে বহু যুগ ধরে, বহু কাল ধরে। পারমাণবিক শক্তিই মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড আকর্ষণকে খিল দিয়ে রেখেছে, যেমন ঘরে খিল দেওয়া থাকলে বাইরে থেকে কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না। কিন্তু পারমাণবিক শক্তি যদি শেষ হয়ে যায়, খিলটা বাইরের মাধ্যাকর্ষণের চাপে খুলে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে দৈত্য তারার পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ হয়ে যায় এবং বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বুঝেছেন যে, সেটাই হওয়া উচিত, অর্থাৎ এক কোটি বছর পর পারমাণবিক চুল্লি আপনা থেকেই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে বন্ধ হবে। আমাদের সূর্য্যেরও এই দশাই হবে, আজ থেকে বহু কোটি বছর পরে। তখনই মাধ্যাকর্ষণের প্রবল আকর্ষণে দৈত্য তারা নিষ্পেষণের পথে যায়, আদি তারাটি মাধ্যাকর্ষণের অভাবনীয় চাপে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই দৈত্যে তারার নাম দেওয়া হল এসএন১৯৮৭এ (এসএন সুপারনোভা), সুপারনোভার মহাবিস্ফোরণের পর যা যা হওয়ার কথা, সে খুবই সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলির কথা ইতিমধ্যে ছাপা হয়েছে। কিন্তু কতকগুলি মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। এই মূল প্রশ্নগুলির মধ্যে সব থেকে অমূল্য প্রশ্ন হল, আদি তারাটা গেল কোথায়? আর তা কী অবস্থাতেই বা আছে?অনেকেরই ধারণা যে, আদি দৈত্য তারাটির ওই মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড চাপে নিউট্রন তারায় রূপান্তরিত হওয়া উচিত। কেমব্রিজে আমার মাস্টারমশাই টোনি হিউইস এবং তাঁর মাস্টারমশাই মার্টিন রাইলে ১৯৬০-এর শেষের দিকে আবিষ্কার করেছিলেন এই নিউট্রন তারা।

নিউট্রন তারা একটি অকল্পনীয় ভারী তারা। এক দেশলাই বাক্স নিউট্রন তারার পদার্থের ওজন ত্রিশ কোটি টন পৃথিবীতে ০.৫ ঘন কিলোমিটার পরিসরের পার্থিব পদার্থের ওজনের সমান। কিংবা, এক চামচ নিউট্রন তারার পদার্থ গিজার বিখ্যাত পিরামিডের ৯০০ গুণ ভারী। ১০ কিমি তার পরিধি, ওজনে প্রায় দু'টি সূর্য্যের সমান। কিন্তু সেই নিউট্রন তারা ১৯৮৭ সালের এসএন১৯৮৭এ থেকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এসএন১৯৮৭এ থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছোনোর আগেই পৃথিবীর বুকে পৌঁছল নিউট্রিনো নামে একটি মৌলিক কণা, আলোর গতিতে যাত্রা করেছিল দৈত্য তারা থেকে। ওই এসএন১৯৮৭এ যখন মাধ্যাকর্ষণের নিষ্পেষণে সঙ্কুচিত হচ্ছে, তখন পারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে নিউট্রিনোগুলো ধেয়ে আসে বিশ্বের আকাশে। জাপানের বিখ্যাত ক্যামিয়োকান্তে ডিটেক্টরে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, আলোর রেশটুকু পৌঁছোনোর আগেই। নিউট্রিনো এবং তাদের বিপরীত কণা অ্যান্টি নিউট্রিনো ওই জাপানি ডিটেক্টরে রাতদুপুরে তাদের পৌঁছে যাওয়ার খবর জাহির করে টেলিভিশন স্ক্রিনে। মুহূর্তে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিউট্রন তারার কোনও হদিসই পাওয়া গেল না ।আলো নিউট্রিনোর পরেই পৌঁছবে। আলো তখনই বেরোবে যখন নিষ্পেষণের প্রবাহ ঢেউ তারার সামনের দিকে পৌঁছবে। নিউট্রিনো সোজা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আসল কথা, আদি তারা তা হলে কোথায় গেল?২০১৯ সালে চিলি দেশের 'অ্যাটাকামা লার্জ মিলিমিটার অ্যারে' (এএলএমএ) তারার অন্ত্যেষ্টি ছাই থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা রেডিয়ো ঢেউগুলি ধরা দেয়। ব্রিটেনের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল সিগান ওই রেডিয়ো ঢেউগুলি পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, তার মাঝখানে আছে একটি বড়ি-ছোপ (ব্লব)। তা থেকে যা বিকিরণ হল সেটা বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকরা বুঝলেন, নিউট্রন তারা যে সব কণাকে গতিশীল করে, ওই বিকিরণের চরিত্রও ঠিক তার মতো। অর্থাৎ, ওই ব্লব একটি নিউট্রন তারার বাসা ।ইটালির পালেরমো থেকে ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালে এই ধরনের একটা ব্যাপার ধরা পড়েছিল। তা হলে নিউট্রন তারা দেখা যায়নি কেন? যখন দৈত্য তারা নিষ্পেষণের পথে ছোটে এবং নিষ্পেষিত হয়, তখন মহাজাগতিক ধুলো নিউট্রন তারাকে এমন ভাবে ঢেকে রেখেছিল যে, কোনও রকমেরই আলো বেরোতে পারছিল না।

আসল অসাম্য এ ভাবেই আড়াল হয়ে যায়

অসাম্য বাড়ছে, দেশের এক শতাংশ অতিধনীর হাতে দেশের সত্তর শতাংশ সম্পদ কথাগুলো বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। এতে মনে হয়, যেন অতিধনীরা এক দিকে, আর উল্টো দিকে গরিব শ্রমজীবী, মেধাজীবী মধ্যবিত্ত। উচ্চশিক্ষিত, বাক্যবাগীশ মধ্যবিত্তরাই জনমত গঠনে সবচেয়ে তৎপর। রাজনীতি ও প্রশাসনের উপর তাঁদেরই প্রভাব যথেষ্ট। তাঁরা সক্রিয়, সরব হওয়া সত্ত্বেও কেন অসাম্য বাড়ছে?

এর একটা সূত্র মিলতে পারে আয়ের বণ্টনের প্রকৃত ছবিটা দেখলে। প্রধানত দু'টি তথ্যসূত্র থেকে তার হিসাব মেলে, সরকারি (পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে) আর বেসরকারি (কনজিউমার পিরামিড হাউসহোল্ড সার্ভে, যা করে সিএমআইই সংস্থা)। দু'টি সমীক্ষা থেকেই রোজগেরে মানুষকে ১০টি সমান বর্গে ভাগ করলে, প্রতি বর্গে থাকবেন দশ শতাংশ ব্যক্তি। সরকারি সমীক্ষার নমুনা ছিল কম, প্রতিটি বর্গে পড়বেন একচল্লিশ হাজার ব্যক্তি, বেসরকারি সমীক্ষার ক্ষেত্রে সত্তর হাজার। সরকারি তথ্য দেখাচ্ছে, ২০২১-২২ সালে প্রথম বা সর্বনিম্ন বর্গের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ছিল ৯২১ টাকা। পরিবারের সদস্যসংখ্যা সাড়ে চার, আর টাকার হিসাবটা ২০২২-এর বাজার দরে কষলে পরিবারগুলির মাসিক গড় আয় দাঁড়ায় ৪১৪৪ টাকা। আর সর্বোচ্চ, মানে দশম বর্গের ব্যক্তির গড় আয় ১৭,৬০৭ টাকা, পারিবারিক গড় আয় ৭৯,২৩১ টাকা। মানে, আয়ের তফাত উনিশগুণ! 'মধ্যবিত্ত' কথাটির অর্থ, বিত্তের নিরিখে যিনি মাঝামাঝি। আয়ের হিসাবে তাঁরা হবেন পঞ্চম বর্গের মানুষ। ২০২১-২২ সালে এই বর্গের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ছিল তিন হাজার টাকা, আর পারিবারিক গড় আয় ১৩,৫০২ টাকা। যে মধ্যবিত্তের ঘরে টিভি-ফ্রিজ রয়েছে, অনেকের হয়তো এসি, গাড়িও রয়েছে, বেসরকারি স্কুল-কলেজে যাঁরা সন্তানদের পড়ান, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করান, অর্থনীতির দৃষ্টিতে তাঁরা আসলে 'মধ্যবিত্ত' নন। তাঁদের গৃহপরিচারিকাকে বরং মধ্যবিত্ত বলা চলে ।অসাম্যের চিত্রটি অন্য একটি কারণে লক্ষণীয়। মাসিক মাথাপিছু গড় আয়ের নিরিখে প্রথম থেকে ষষ্ঠ, প্রতিটি বর্গের মধ্যে পারস্পরিক তফাত কম-বেশি মাত্র ৫০০ টাকা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম বর্গের মধ্যে সেই তফাত কম-বেশি ১২০০ টাকা, অষ্টম ও নবম বর্গের মধ্যে ২১০০ টাকা। কিন্তু শুধু নবম আর দশম বর্গের মধ্যে তফাত দশ হাজার টাকা! এই দু'টি বর্গের মধ্যে আয়ের অসাম্য আড়াইগুণ। এ ভাবেও দেখা চলে যে, সর্বনিম্ন বা প্রথম বর্গের সঙ্গে নবম বর্গের তফাত আটগুণ। কিন্তু প্রথম বর্গের সঙ্গে দশম বর্গের তফাত উনিশগুণ। অর্থাৎ দশম বর্গটি একাই অসাম্যের এক বিশাল ব্যবধান তৈরি করছে। বেসরকারি সমীক্ষা আরও বড় ফারাক দেখাচ্ছে সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ বর্গের মধ্যে আয়ের অসাম্য উনিশগুণের জায়গায় বাইশগুণ। সে জায়গায় সর্বনিম্ন বর্গের সঙ্গে নবম বর্গের ব্যবধান দশগুণ। অর্থাৎ, এই হিসাবেও শুধু দশম বর্গটি অসাম্যের পরিমাণ অনেকখানি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই সমীক্ষায় পঞ্চম বর্গের মাথাপিছু মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ ৪,৬০২ টাকা আর পারিবারিক গড় আয় ২০,৮২৯ টাকা (২০২১-২২)। লক্ষণীয়, সমীক্ষার প্রশ্নের গঠন ও পদ্ধতির তফাতের জন্য বেসরকারি সমীক্ষায় প্রতিটি বর্গে মাথাপিছু এবং পারিবারিক আয়ের পরিমাণ সরকারি সমীক্ষা থেকে বেশি।

কিন্তু দু'টি সমীক্ষাই দেখাচ্ছে, সবচেয়ে উপরের বর্গে রয়েছেন সরকারি কর্মী, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, এবং অন্য সমগোত্রীয়রা, অর্থাৎ অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাদার ব্যক্তি। যাঁরা নিজেদের মধ্যবিত্ত ভাবেন, আয়ের বিচারে তাঁদের সিংহভাগই দেশের 'এলিট'। অর্থাৎ 'বিলিয়নেয়ার' নন, তথাকথিত মধ্যবিত্তই অসাম্যের যথার্থ প্রতীক। কারণ দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান সে ভাবে সামনে আসে না। সত্তর-আশির দশকেও দরিদ্র, নিম্নবিত্তের সঙ্গে স্বার্থের সংহতি তৈরি করতে আইন, প্রশাসনের আমূল পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করেছে মধ্যবিত্ত। এখন অসাম্যের প্রশ্ন তুললে এঁরাই বিলিয়নেয়ারের দিকে আঙুল তোলেন। মধ্যবিত্তের সঙ্গে দরিদ্রের এই ক্রমবর্ধমান ফারাকের কয়েকটি কারণ বলতেই হয়। গত ত্রিশ বছরে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের ফলে শিক্ষার অসাম্য রোজগারের অসাম্যতে পরিণত হয়েছে। কর্মসংস্থানেও সেই চিত্র ক্ষুদ্র উৎপাদন উদ্যোগে কর্মসংস্থান হয় চল্লিশ শতাংশ কর্মীর, আর বৃহৎ উদ্যোগে কর্মসংস্থান হয় ৩০ ভাগ রোজগারির। মাঝারি উদ্যোগে কর্মসংস্থান সবচেয়ে কম। কর্মসংস্থানের অসাম্যও তাই রোজগারের অসাম্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

সরকারের ভূমিকাও কম নয়। সরকারি কর্মী যখন শহরে থাকেন, তাঁরা ভুলে যান যে শহুরে ধনীর থেকে শহুরে গরিবের তফাতটা গ্রামীণ অসাম্যের থেকে বেশি। অথচ, তাঁরা আক্ষেপ করেন যে তাঁদের করের টাকায় সরকার গরিবদের খয়রাতি দেয়। আয়কর কমানোর পক্ষে সওয়াল করেন। জনপরিসরের আলোচনায় এক শতাংশের সঙ্গে নিরানব্বই শতাংশের তুলনা করতে গিয়ে আসল অসাম্য এ ভাবেই আড়াল হয়ে যায়।

মালিকানায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলক ভাবে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক দশকে তফসিলি জাতিগুলির ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বে যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তা ঐতিহাসিক বর্ণ শ্রেণিবিন্যাসের নীচের অংশে কিছু আলোড়নের ফলে। ব্যক্তিগত ব্যবসায় উচ্চবর্ণের মালিকদের আধিপত্য ধারাবাহিক ভাবে টিকে আছে এবং তা ২০০৫ সাল থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে। এর ফলে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্রটিও উচ্চবর্ণের মালিকদের দিকেই ঝুঁকে।

এখন প্রশ্ন হল, অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলতে কী বোঝায় এবং তার মাত্রা নির্ধারণ হবে কী ভাবে? মালিকানা প্রতিনিধিত্বের এই প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম মাপকাঠি হতে পারে মালিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভ্যালু অ্যাডেড বা মূল্য সংযোজনের পরিমাণ। উৎপাদন খাতে, আমরা সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের এন্টারপ্রাইজ সার্ভে থেকে গ্রোস ভ্যালু অ্যাডেড-এর তথ্য ব্যবহার করে অনুমান করার চেষ্টা করেছি প্রতিনিধিত্বের অভাবের ফলে প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীগুলির ক্ষতি টাকার অঙ্কে কতটা। অর্থাৎ, মালিকানায় প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্বের ঘাটতির ফলে কত টাকার উৎপাদন তাদের নিয়ন্ত্রণের বদলে চলে যাচ্ছে উচ্চবর্ণের মালিকদের কাছে। আমাদের অনুমান অনুযায়ী, ২০১৩ সালে মালিকানায় প্রতিনিধিত্বের ঘাটতির ফলে প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠী (তফসিলি জাতি-জনজাতি এবং ওবিসি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন, যা ন্যায্য তার চেয়ে ৪২০০০ কোটি টাকা কম। এটি উৎপাদন খাতে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ব্যবসার মালিকানায় জাতি-ভিত্তিক পক্ষপাত না থাকলে, ৪২০০০ কোটি টাকার মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ যা উচ্চবর্ণের মালিকদের দখলে, তা আসলে প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর মালিকদের দখলে থাকত। অর্থনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে এই ধরনের জাতি-ভিত্তিক স্তরবিন্যাসের অস্তিত্ব ঐতিহাসিক ভাবে অজানা নয়। কিন্তু ভাববার বিষয় হল এই যে, এই প্রবণতাগুলি ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে।

নীলাকাশের নীচে কান্না

নীলাম্বর বসন পড়ে পৃথিরীর মাথার উপরে ছাদ হয়ে রয়েছে আকাশ আর পৃথিবীর উপরে মনুষ্য জাতীর বসবাস রয়েছে। এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ সমাজ ও পরিবারে বসবাস করা সত্বেও মানুষের এত কান্না কীসের! নীল অকাশের নীচে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর নীচে এই নীল আকাশ। পাখির কান্না রয়েছে কাননে বিশেষ করে কোকিল ও কোকিলার কান্না কারণ কোকিলের কোন ঘর বা বাসা নেই, যদি ঘর বা বাসা না থাকে তাহলে এই সুন্দর পৃথিবীর বনে, বনে কান্না করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিবা উপায় হতে পারে। এই সুন্দর পৃথিবীর মাথার উপরে ছাদ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল আকাশ। কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজ ও সংসারে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাদের সেই কোকিলের মতো কান্না রয়েছে সম্বল কারণ সেই সব মানুষদের পরিবার আছে, সংসারে বাস করেন কিন্তু মাথার উপরে কোন ছাদ নেই, কোন রকমে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জীবনটা শুধু বেঁচে রয়েছেন সঙ্গে রয়েছে দুঃখ, দুর্দশা, অভাব অনটন আর গৃহহীন অবস্থায় দুঃখ, দুর্দশার অবসানের জন্য এই সুন্দর পৃথিবীতে বাস করে শুধুমাত্র প্রতীক্ষা, আর দিনগত পাপক্ষয়, আর কোন রকমে সংসারে বেঁচে থাকা বা দিনপাত করা অথবা সংসার যাত্রা সম্পাদন করা। দারিদ্রতার কষা ঘাত মানব জীবনকে দিগভ্রান্ত করে দেয়, আর মানুষ যখন জীবনের কূল কিনারা খুঁজে পান না তখন সেই সব মানুষদের দিগজ্ঞান থাকে না অর্থাৎ কোনটা কোন দিক সেটা বুঝতে পারেন না যার কারণে মানব জীবনে দিগবিষয়ক ভ্রমের সৃষ্টি হয় আর মানুষের জীবনের সামনে দারিদ্রতার ঘন কালো মেঘের সম্মুখীন মানুষ হয়ে পড়েন, এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করা সত্বেও মানুষের কোন ঘর নেই মানুষের মাথার উপরে কোন ছাদ নেই, শুধু নীল অকাশের নীচের পৃথিবীতে কোন রকমে শুধুমাত্র সহায় সম্বলহীনভাবে বেঁচে থাকা মাত্র চোখের জল সম্বল করে এই সুন্দর পৃথিবীতে এবং সভ্য সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে।

কী বিচিত্র সেই মানুষের জীবন যাত্রার করুণ কাহিনী, দারিদ্রতার কষা ঘাত আর চোখের জল সম্বল করে এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের উপর নীলাকাশের নীচে বুক ঠাটা কান্না ছাড়া আর কিবা থাকতে পারে। দিন দরিদ্র মানুষের জীবনে রয়েছে শুধু জন্ম আর মৃত্যু আর নীলাকাশের নীচে রয়েছে শুধু বুক ঠাটা কান্না ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা ছাড়া যে সকল মানুষজন গৃহহীন হয়ে শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছেন এই পৃথিবীর নীলাকাশের নীচে সেই সকল মানুষজনদের গলদঘর্ম কলেবর আর গলদশ্রু ছাড়া আর কিবা সহায় সম্বল থাকতে পারে জীবনে। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় যে সকল মানুষজন গৃহহীন হয়ে এই সভ্য সমাজে নীল আকাশের নীচে বসবাস করে চলেছেন অর্থাৎ সেই সকল মানুষজন শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে শ্রমহেতু যাদের সর্বাঙ্গ থেকে বা শরীর থেকে বিরামহীন ভাবে ঘাম ঝরে চলেছে বা ঘাম ঝরে পড়ছে এমন এক অবস্থা যার নাম গলদঘর্ম কলেবর আর অন্য দিকে সেই সকল দৈন্য দুর্দশগ্রস্থ মানুষদের গলদশ্রু নির্গত হয়ে চলেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় যে সর্বঙ্গ শরীর থেকে যে সকল মানুষজনের বিরামহীন ভাবে ঘাম নির্গত হয়ে চলেছে সেই সকল মানুষজন দের চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হলে কোনটা চোখের জল আর কোন ঘাম সেটা বুঝে উঠা একটু কঠিন সাধ্য ব্যপার নয়কি। হ্যাঁ এটা ঠিক কথা যখন শ্রমজীবি মানুষজন অত্যাধিক শ্রমহেতু শরীর থেকে বিরামহীনভাবে ঘাম নির্গত হয় সেই যদি চোখের জল অর্থাৎ অশ্র নির্গত হয়, সেটা শরীরের ঘাম নাকি অশ্রু জল সেটা পৃথক করা বাহির থেকে দেখে নিরূপণ করা বা পৃথক করা খুব একটা সহজ ব্যপার নয় বলা যেতে পারে। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সকল মানুষজন সমাজ ও সংসারে গৃহহীন অবস্থায় কোন রকমে প্রকৃতির সংসারে শুধুমাত্র বেচে রয়েছেন তাদের জীবনে চোখ থেকে জল ঝরা বা কান্না ছাড়া আর কিবা থাকতে পারে।

শুধুই কি তিনি শিশু মনের শিল্পী !

সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতার এক ব্রাহ্ম পরিবারে। সুকুমার ছিলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের উজ্জল রত্ন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ছেলে। সুকুমারের মা বিধুমুখী দেবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায় তাঁর দুই ভাই। এ ছাড়াও তাঁর ছিল তিন বোন।

সুকুমার রায় ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে “ননসেন্স ছড়া”র প্রবর্তক। সুকুমার রায় একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক।

বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম হয় ১৮৮৭ খ্রিঃ ৩০ শে অক্টোবর ভারতবর্ষের কলকাতায়।

তার পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন শিশু সাহিত্যিক , সঙ্গীতজ্ঞ , চিত্রশিল্পী ও যন্ত্রকুশলী। পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্যের অসামান্য উদভাবনী ক্ষমতা লাভ করেছিলেন সুকুমার। অল্প বয়স থেকেই মুখে মুখে ছড়া তৈরি করতে পারতেন। ছবি আঁকারও হাতেখড়ি হয়েছিল বাবা উপেন্দ্রকিশোরের হাত ধরে। আঁকার সঙ্গে ফটোগ্রাফির চর্চাও শুরু করেছিলেন ছেলেবেলা। থেকেই। পড়াশুনা শুরু করেন সিটি স্কুলে। রসায়নে অনার্স সহ বি . এস . সি পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। এরপর ফটোগ্রাফি আর মুদ্রণ শিল্পে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ নিয়ে ১৯১১ খ্রিঃ বিলেত যান। স্কুলে পাঠরত অবস্থাতেই ছোটদের হাসির নাটক লেখা ও অভিনয়ের শুরু। বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন ননসেন্স ক্লাব। ক্লাবের মুখপত্রের নাম ছিল সাড়ে — বত্রিশ ভাজা। বিলেত যাবার আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোড়ায় গলদ নাটকে অভিনয় করেন।

বাংলা সাহিত্যে শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক বলতে মনে পড়ে যার নাম সুকুমার রায়, তাঁর ১৩৪ তম জন্মবার্ষিকী। শিশুসাহিত্য, হাস্যরসে তো বটেই, বিদ্রুপের সুরে সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা বলতে পারাতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের তুলনা কেবল তিনি নিজেই। কিন্তু শুধুই কি তিনি শিশু মনের শিল্পী! তিনি একাধারে যেমন ছিলেন শিশুসাহিত্যিক, রম্য লেখক, নাট্যকার, কার্টুনিস্ট অন্য দিকে প্রথম ননসেন্স-এর প্রবর্তক ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর অবিমিশ্র হাস্যরসের ধারায় সমস্ত বাংলা সাহিত্য অভিষিক্ত, সঞ্জীবিত। তাঁর সৃষ্ট ভাব সমাবেশের অভাবনীয় সংলগ্নতা আজও চমৎকৃতী আনে। তাঁর হাস্যরসের জোয়ারে শিশু-বৃদ্ধ সমানভাবে হাবুডুবু খায়। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানের জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন অনায়াসে। সুকুমার রায়ের মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা 'নদী' , প্রকাশিত হয় 'মুকুল পত্রিকার ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। আনন্দ কুড়ানোর উপাদানই ছিল তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। কালি কলমের আঁচড়ে তাঁর তৈরি চমৎকার সব কার্টুন ও ড্রয়িং ছিল তাক লাগিয়ে দেবার মত। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়ের নাম।

শুধু জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক নয়, বাংলা ভাষায় ননসেন্সেরও প্রথম প্রবর্তকও যে তিনি এই বিষয় অনেকেরই অজানা। সুকুমার রায়ের প্রথম এবং একমাত্র ননসেন্স ছড়ার বই আবোল তাবোল যা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে নিজস্ব জায়গার দাবিদার। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় তিনি ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এর মুখপাত্র ছিল “সাড়ে বত্রিশ ভাজা” নামের একটি পত্রিকা। সেখানেই তার আবোল-তাবোল ছড়ার চর্চা শুরু। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর “মানডে ক্লাব” নামে একই ধরনের আরেকটি ক্লাব খুলেছিলেন তিনি। আধুনিক সাহিত্যে ননসেন্সের কোনো স্থান ছিল না। আধুনিক সাহিত্য মানেই ছিল বড়দের সাহিত্য। মূলত রহস্য, রোমাঞ্চ আর রোমান্সবড়দের সাহিত্য ভাবনায় এই তিনটি বিষয়ই অনেক বড় জায়গাজুড়ে ছিল।

ব্রিটিশ সাহিত্যিক এডওয়ার্ড লিয়র উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে লিখেছিলেন “বুক অব ননসেন্স” নামক একটি বই। এই বইটির হাত ধরেই প্রথম শিশুরা সাহিত্যে পেয়েছিল এক নিয়মছাড়া দেশের খোঁজ। ননসেন্সকে দুনিয়াভর জনপ্রিয় করার পেছনে আরো একটি বড় হাত লুই ক্যারলের। ১৮৬৫ সালে তিনি “অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড” নামের যে অদ্ভুত ও উদ্ভট উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তা আজও ছেলে-বুড়ো সবার কাছে জনপ্রিয়। নানা কমিকস, কার্টুন আর সিনেমার কল্যাণে এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। ইংরেজিতে যেমন ক্যারল,এডওয়ার্ড লিয়র বাংলায় তেমন সুকুমার রায়। তিনি বাংলা ননসেন্স সাহিত্যের রাজকুমার। আবার হয়ত রয়েছে চ্যাপলিনের খামখেয়ালিপনার প্রভাবও। কিন্তু তার লেখায় যেন তাঁর সৃষ্ট উদ্ভট চরিত্র ও ছবিগুলি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, সুপ্রযুক্ত ও ঘরোয়া। তবে শুধু ননসেন্স নয়, সুকুমার তাঁর সাহিত্যে ছোটদের জন্য এমন এক বিচিত্র জগৎ গড়ে গেছেন, তার আনন্দ থেকে যে বঙ্গশিশু বঞ্চিত হয়েছে, দুর্ভাগাই বলতে হবে তাকে।

সন্দেশ পত্রিকায় তার অপর একটি অবদান ছিল তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলি। ছোটদের উপযোগী করে সহজ ভাবে তিনি বিজ্ঞানের জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন অজস্র রচনার মাধ্যমে। নিজে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র হওয়ায় এ কাজটা তিনি অনায়াসে সাবলীল ভঙ্গীতে করতে পেরেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম লেখা প্রবন্ধ 'সূক্ষ্ম হিসাব'। ১৩২৫ কার্তিক সংখ্যায় লিখেছিলেন 'বেগের কথা'। অনেক সহজ ভাবে ছোটদের তিনি উপমা সহকারে 'বেগ' ও 'বল' সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন তার সামান্য উদাহরণ ---“তাল গাছের উপর হইতে ভাদ্র মাসের তাল যদি ধুপ করিয়া পিঠে পড়ে তবে তার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়; কিন্তু ঐ তালটাই যদি তাল গাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেয়ারা গাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠের উপর পড়িত, তাহা হইলে এতটা চোট লাগিত না। কেন লাগিত না? কারণ, বেগ কম হইত। কোন জিনিস যখন উপর হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে ততই তার বেগ বাড়িয়া চলে। ”।

তবে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে 'আবোল তাবোল' ছেপে বের হওয়ার নয় দিন আগে সুকুমার রায় এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান 'কালাজ্বর'এ আক্রান্ত হয়ে। এত কম সময়েও সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের এক নক্ষত্র হয়ে উঠেছিলেন। আরও অনেকদিন সাহিত্যচর্চার সুযোগ পেলে যে বাংলা সাহিত্যকে আরও কত কিছু তিনি দিতে পারতেন সেটা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মতো প্রতিভাবান কবিকে এত কম সময়ে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী! তার লেখনী থেকেই নিঃসৃত হয়েছে যে তার মৃত্যু নেই।

“দেহ নহে মোর চির নিবাস,
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ”।

তাঁর লেখনীর এই বিশ্বাসকে সঙ্গে করেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই প্রাণোচ্ছল, কর্মচঞ্চল, আনন্দময় মানুষটি তাঁর রেখে যাওয়া সাহিত্য কীর্তির মধ্য দিয়ে চিরভাস্বর হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজ করবেন।

' হেড আফিসের বড় বাবু লোকটি বড়ই শান্ত,তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জান্ত?দিব্যি ছিলেন খোমেজাজে চেয়ারখানি চেপে, একলা ব”সে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে! আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি ক”রে গোল ....'শিশুদের জন্য এমনি অনেক মজার ছড়া লিখে গেছেন সুকুমার রায়। 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।' এমন আজগুবি অথচ সার্থক রচনা ছিলো সুকুমার রায়ের। সুকুমার রায়ের সৃষ্টি এমন এক ষষ্ঠী যা ছাড়া শিশু সাহিত্যের সূচনা হওয়া অসম্ভব। বাস্তবের কঠিন বেড়াজাল পেরিয়ে শিশুদেরকে এক কল্পনার জগতে মোহিত রাখেন সুকুমার রায়। যতদিন ভারতবর্ষের শিশুসাহিত্য থাকবে ঠিক ততদিনই তিনি শিশুসাহিত্যের অঘোষিত সাম্রাজ্যের একমাত্র আধিকারিক থাকেন।

ব্রিটিশ সাহিত্যিক এডওয়ার্ড লিয়র উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে লিখেছিলেন “বুক অব ননসেন্স” নামক একটি বই। এই বইটির হাত ধরেই প্রথম শিশুরা সাহিত্যে পেয়েছিল এক নিয়মছাড়া দেশের খোঁজ। ননসেন্সকে দুনিয়াভর জনপ্রিয় করার পেছনে আরো একটি বড় হাত লুই ক্যারলের। ১৮৬৫ সালে তিনি “অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড” নামের যে অদ্ভুত ও উদ্ভট উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তা আজও ছেলে-বুড়ো সবার কাছে জনপ্রিয়। নানা কমিকস, কার্টুন আর সিনেমার কল্যাণে এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। ইংরেজিতে যেমন ক্যারল,এডওয়ার্ড লিয়র বাংলায় তেমন সুকুমার রায়। তিনি বাংলা ননসেন্স সাহিত্যের রাজকুমার। আবার হয়ত রয়েছে চ্যাপলিনের খামখেয়ালিপনার প্রভাবও। কিন্তু তার লেখায় যেন তাঁর সৃষ্ট উদ্ভট চরিত্র ও ছবিগুলি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, সুপ্রযুক্ত ও ঘরোয়া। তবে শুধু ননসেন্স নয়, সুকুমার তাঁর সাহিত্যে ছোটদের জন্য এমন এক বিচিত্র জগৎ গড়ে গেছেন, তার আনন্দ থেকে যে বঙ্গশিশু বঞ্চিত হয়েছে, দুর্ভাগাই বলতে হবে তাকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সারা দেশে এখন পর্যন্ত দিব্যাঙ্গ কারিগর ও উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত দিব্য কলা মেলাগুলোতে ১৪ কোটিরও বেশি টাকার বিক্রি হয়েছে: ড. বীরেন্দ্র কুমার

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অন্তর্গত দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগ (দিব্যাঙ্গজন) ১২ থেকে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত, জাতীয় দিব্যাঙ্গজন অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশনের (এন ডি এফ ডি সি) সহযোগিতায়, দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে ২২তম দিব্য কলা মেলার আয়োজন করেছে।
১১ দিনের এই অনুষ্ঠানে ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ১০০ দিব্যাঙ্গ উদ্যোক্তা ও কারিগর অংশগ্রহণ করেছেনউ বৃহস্পতিবার এই মেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে, বি.এল. বর্মা এবং মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. বীরেন্দ্র কুমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'দিব্যাঙ্গ' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এই অংশের মানুষদের সম্ভাবনাকে সম্মান জানানোর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই মেলার মাধ্যমে দিব্যাঙ্গরা আত্মনির্ভরশীল তো হচ্ছেনই, সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।
এখন পর্যন্ত, এই মেলার মাধ্যমে দিব্যাঙ্গ উদ্যোক্তারা ১৪ কোটিরও বেশি টাকার বিক্রয় অর্জন করেছেন।
রামদাস আঠাওয়ালে বলেন, 'দিব্য কলা মেলা' দিব্যাঙ্গদের প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য একটি অসাধারণ মঞ্চ। শ্রী বি.এল. বর্মা বলেন, বিকশিত ভারত -২০৪৭-এর অভিযাত্রায় দিব্যাঙ্গরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়নের জন্য মন্ত্রক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।
দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন বিভাগের (দিব্যাঙ্গজন) সচিব রাজেশ আগরওয়াল উল্লেখ করেন যে, দিব্যাঙ্গদের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে যা তাদের জীবন উন্নত করার পাশাপাশি সমাজ ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। এই ধরনের মেলা তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে তুলে ধরে।
উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে -
বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য প্রদর্শনী: দর্শকরা এখানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য দেখার ও কেনার সুযোগ পাচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে: হস্তশিল্প, তাঁতজাত পণ্য, সূচিকর্ম, পরিবেশবান্ধব স্টেশনারি ও লাইফ-স্টাইল পণ্য, গৃহসজ্জা সামগ্রী, জৈব ও প্যাকেটজাত খাবার, খেলনা, উপহার, গয়না ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, ক্লাচ ব্যাগ এবং অন্যান্য অনন্য সামগ্রী।
এই উপলক্ষ্যে, দিব্যাঙ্গ শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য পারফর্মিং আর্ট পরিবেশনা সোহো বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। ২২ ডিসেম্বর 'দিব্য কলা শক্তি' শিরোনামে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'অক্ষমতায় সক্ষমতা'।
রন্ধনপ্রেমীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুস্বাদু ও সমৃদ্ধ খাবারের স্টল খোলা হয়েছে।
এই মেলা শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়; এটি দিব্যাঙ্গদের আর্থিক স্বাবলম্বনের দিকে এক আন্দোলন। ২০২২ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ এরই মধ্যে ২১টি শহরে সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে। এটি দিব্যাঙ্গ কারিগর ও উদ্যোক্তাদের জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যেখানে তারা তাদের দক্ষতা, কারুকাজ এবং উদ্যোক্তাসত্তা তুলে ধরতে পারেন।
১১ দিনব্যাপী এই মেলা প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেলায় অংশ নিয়ে দর্শকরা শুধুমাত্র পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন না, বরং দিব্যাঙ্গদের অনুপ্রেরণাদায়ক অভিযাত্রা এবং তাদের প্রতিভার অসামান্য প্রদর্শনও প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

কুকি-জো সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কংগ্রেস, অভিযোগ মণিপুর বিজেপির

'চলমান সহিংসতার মূল সংগঠক মায়ানমার-ভিত্তিক কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সভাপতি হাওকিপ'

ইমফল, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কুকি-জো সংগঠগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কংগ্রেস। তাই কুকিদের সুরে সুর মিলিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি তুলেছে কংগ্রেস, অভিযোগ করেছেন মণিপুর প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব।
আজ বৃহস্পতিবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কে শরৎকুমার সিং। তাঁর অভিযোগ, 'সম্প্রতি ওয়ার্লড কুকি-জো ইন্টেলেকচুয়াল কাউন্সিল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের নেতা রাহুল গান্ধীকে একটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির জন্য কুকিদের রাজনৈতিক সমাধান বিল উত্থাপন করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। এই চিঠিই প্রমাণ করে কংগ্রেস এবং কুকি-জো সংগঠনগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে।'
শরৎকুমার বলেন, 'কুকি সংগঠনগুলি যে দাবি তুলেছে, সেই একই দাবি করছে কংগ্রেসও। কুকি গ্রুপের মতো কংগ্রেসও দাবি করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিঙের পদত্যাগ এবং রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন।'
তাঁর অভিযোগ, 'গত (২০২৪ সাল) লোকসভা নির্বাচনের সময় কুকি ইনপি মণিপুর কুকিদের উদ্দেশ্য ফতোয়া জারি করে বলেছিল, কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দিতে। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা বিজয়ী হলে সেপারেট পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিসট্রেশন (পৃথক রাজনৈতিক প্রশাসন) গঠন করবে। তাই কংগ্রেসকে সমর্থনের নির্দেশ দিয়েছিল কুকি ইনপি মণিপুর।'
প্রদেশ বিজেপি নেতার দাবি, 'যারা সাসপেনশন অব অপারেশনস (এসওও) চুক্তি পালন করছে, সেই কুকি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হেরফের করতে কংগ্রেসকে সহযোগিতা করেছিল।'
প্রদেশ বিজেপি নেতা শরৎকুমার সিঙের আরও অভিযোগ, '২০২৩ সালের ৩ মে থেকে চলমান সহিংসতার মূল হোতা বা সংগঠক মায়ানমার-ভিত্তিক কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সভাপতি পিএস হাওকিপ।' তিনি আরও বলেন, কুকি ন্যাশনাল আর্মির সক্রিয় ক্যাডারদের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শনের বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ওই সব ভিডিও প্রমাণ করে, রাজ্যে চলমান সহিংসতার সঙ্গে বিদেশি শক্তি জড়িত।'

"সরকার ঠিক করেছে", 'এক দেশ, এক ভোট' বিতর্কে সওয়াল দিলীপের

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): 'এক দেশ, এক ভোট' বিতর্কে বিরোধীদের দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।
দিলীপবাবুর প্রতিক্রিয়া, "তৃণমূল বিরোধী দল। ওদের কাজই সব কিছুর বিরোধিতা করা। কিন্তু সরকার ঠিক করেছে, সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে তা কার্‍্যকর হবে। দেশের মানুষ বারবার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবে, আর কোনও কাজ নেই? প্রশাসন দু'মাস অন্তর বিভিন্ন ভোট করাবে, আর কোনও কাজ নেই তাদের? দেশের মানুষের কথা ভেবে কেন্দ্র এই বিল এনেছে। মানুষের ভালোই হবে।"
সম্ভাব্য বিতর্কের কথা মাথায় রেখে কৌশলগতভাবে বুধবার থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেছিলেন, 'এক দেশ, এক ভোট' উদ্যোগ একেবারেই জাতীয় স্বার্থে, এটি কোনও নির্দিষ্ট দলের জন্য নয়। তিনি এও বলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রস্তাব কার্‍্যকর হলে দেশের জিডিপি ১ থেকে ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।

রোজগার মেলায় চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগপত্র দিতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): রোজগার মেলায় চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগপত্র দিতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
২০২২ সাল থেকে কেন্দ্র রোজগার মেলার আয়োজন করে। ওই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় চাকরি প্রাপকদের সরাসরি নিয়োগপত্র দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২৯ অক্টোবর দেশের যুবক ও প্রবীণদের জন্য বড় উপহার দেন তিনি। রোজগার মেলার অধীনে সরকারি বিভাগগুলিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিয়োগপত্র তুলে দেন। এই চাকরি মেলার উদ্বোধনও করেন। ওই দিন মোট ৫১ হাজার প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।
কিন্তু আধাসামরিক বাহিনীর শূন্যপদে নিয়োগ নিয়ে আইনি প্রশ্ন দেখা দেয়। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ওই নিয়োগে সবুজ সঙ্কেত দিল। আগামী ২৩ ডিসেম্বর ওই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/18/2024-25

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	EE-IED/UDP/30/2024-25	₹ 3,91,658.00	₹ 7,833.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs. on 31/12/2024	At 15.30 Hrs. on 31/12/2024
2	EE-IED/UDP/31/2024-25	₹ 17,51,363.00	₹ 35,027.00	60 Days		
3	EE-IED/UDP/35/2024-25	₹ 22,13,390.00	₹ 44,268.00	60 Days		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2871/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER AMIT DEBBARMA) Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD(B)
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotations from enlisted bonafide contractors/agencies of Tripura PWD, TTAADC, MES of appropriate class in PWD Form No.7 in Non-Judicial stamp paper costing Rs.50/-for renovation/repairing works of different outlying TSR camps, 7th Bn TSR (IR-VI) as mentioned during the Financial Year 2024-25.

Sl. No	Name of Work	Estimated cost(Rs.)	Earnest money	Time of completion
1.	Maintenance of one TTS Barrack No. II (size 40'X20') by providing new GCI sheets roofing, steel windows, trusses, plastering, painting etc at Gurupada Colony Camp under 7th Bn TSR (IR-VI)	4,40,390/-	@02.5%	01 (one) month
2.	Maintenance of one TTS Barrack No. III (size 40'X20') by providing new GCI sheets roofing, steel windows, trusses, plastering, painting etc at Gurupada Colony Camp under 7th Bn TSR (IR-VI)	4,24,431/-	@02.5%	01 (one) month
3.	Maintenance of one TTS Barrack No. II (size 40'X20') by providing new pre-painted Galvalume sheets roofing & walling, steel doors and windows, ceiling, plastering, painting etc at Gaman Bazar Camp under 7th Bn TSR (IR-VI)	4,27,708/-	@02.5%	01 (one) month
4.	Maintenance of one TTS Barrack No. III (size 40'X20') by providing new pre-painted Galvalume sheets roofing & walling, ceiling, plastering, painting etc. at Gaman Bazar Camp under 7th Bn TSR (IR-VI)	3,78,761/-	@02.5%	01 (one) month
5.	Maintenance of one TTS Barrack by providing new GCI sheets roofing, painting etc. at Thelakung Camp under 7th Bn TSR (IR-VI)	1,65,662/-	@02.5%	01 (one) month

Details of Tender, Terms and conditions, estimate, type of works etc. can be collected from the Office of the Commandant, 7th Bn TSR (IR-VI), HQr, Sangkumabari, Jampuijala, Sepahijala Tripura on payment of Rs.1,000/- only for each work wef. 16.12.2024 on any working day. The closing date & time to drop tender is 23.12.2024 at 1700 hrs. Tenders will be opened on same day i.e.23.12.2024, if possible.
Details of tender may also be seen in the Police website (www.tripura.police.nic.in/ www.tripura.nic.in)
ICA/C/2862/29

Commandant
7th Bn TSR (IR-VI)

সৌদিতে বিশ্বকাপ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলবেঃ অ্যামনেস্টি

রিয়াদ, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ২০৩৪ এর বিশ্বকাপ ফুটবল হবে সৌদি আরবেন বুধবার এ ঘোষণা করেছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোন আর এই ঘোষণার পরই সৌদি আরবে বিশ্বকাপ ফুটবল হওয়া নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছেন
এ নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও আরও ২১টি সংস্থা যৌথ বিবৃতি দিয়ে ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ সৌদি আরবে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিফার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের লেবার রাইটস ও স্পোর্ট প্রধান স্টিভ ককবার্ন বলেছেন, 'সৌদি আরবে মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত না করেই ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়ার ফিফার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত বহু মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলবে।'
সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ফিফা জানে যে, সৌদি আরবে শ্রমিকরা শোষণের শিকার হবে এবং কেউ কেউ মারা যাবে, যদি সেখানে মৌলিক সংস্কার না আনা হয়। তবুও ফিফা সব জেনে শুনেই সৌদি আরবে বিশ্বকাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

NOTICE INVITING QUATATION

Notice inviting quotation in sealed envelope is hereby invited from the interested registered owners/firms for repairing along with polishing/painting of 06 (six) nos. of old Wooden almirah of the establishment of the Judge, Family Court, Agartala, West Tripura. The quotation will be received from 11 AM till 5 PM in the Establishment Section of the Judge, Familly Court, Agartala, West Tripura in working days w.e.f 12/12/2024 till 03/01/2025 and the quotations shall be opened on 04/01/2025 at 04:00 pm. No quotation shall be received or accepted after the due date and time as mentioned above.
ICA/C/2866/29

(Lopamudra Dasgupta)
Principal Counsellor
Family Court
Agartala, West Tripura
[Head of Office]

দিল্লি পিআরএস পরিষেবা ১৪-১৫ ডিসেম্বর রাতে পাঁচ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিল্লি পিআরএস-এ ফাইল কম্প্রেশনের কারণে, ১৪-১৫ ডিসেম্বর রাতে পিআরএস পরিষেবা পাঁচ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে।
উত্তর রেল বৃহস্পতিবার বলেছে যে, দিল্লি পিআরএস-এ ফাইল কম্প্রেশনের পরিপ্রেক্ষিতে, পিআরএস সাইটটি ১৪ ডিসেম্বর রাত ২৩.৪৫ টা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ভোর ৪.৪৫ পর্যন্ত মোট পাঁচ ঘন্টা বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে, পিএনআর অনুসন্ধান, টিকিট সংরক্ষণ, বাতিল করা এবং পিআরএস আবেদনের কাউন্টারে পিআরএস রিপোর্ট পরিষেবা দিল্লি সাইটের জন্য বন্ধ থাকবে।

// PRESS NOTICE INVITING 2ND TIME e-TENDER CALL //

The Commandant 13th Bn TSR (IR-IX), Subhashnagar, Kanchanpur, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/Enterprise and eligible contractors/firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State P.W.D up to 03 P.M on 30.12.2024 for the following works.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of GD office (Size 30'x15') full wall with brick pillar in/c. 5' front verandah with GCI sheet roofing, attached toilet, tiles flooring and septic tank, etc. at Bn HQr, 13th Bn TSR(IR-IX). (2ND Time e-Tender Call). (DNIeT No. COMDT13THBNTSR/ DNIeT/09/2024-2025.	Rs. 9,33,647.00	Rs. 18,675/-(2%)	90 (Ninety) Days	Up to 1500 Hrs on 30.12.2024	Up to 1630 Hrs on 31.12.2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

For & on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C/2855/29

(H. Sunga Darlong)
Commandant 13th Bn TSR (IR-IX) Kanchanpur, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-Tender NO: 93,94,95, 96 & 97/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 Dt. 09/12/2024

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 30/12/2024

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Last Date of Bidding	Date of opening
1	Construction of 01 one unit Computer Lab at Thakurchara High School under Jolaibari, South Tripura for the year 2024-25. DNIeT No: 82/SE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 22,50,000.00	Rs.45000.00	04 Months	[illegible]	31/12/2024 Hrs on11.00
2	Major repair of Library Block at Iswarchandra Vidyasagar College in BMC under South Tripura District for the year 2024-25. DNIeT No 83/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 1502550.00	Rs.31305.00	02Month	30/12/2024 Up to15	31/12/2024 Hrs on11.00
3	Maintenance of Department of Physical Education at Iswarchandra Vidyasagar College in Belonia MC under South Tripura District for the year 2024-25. DNIeT No 84/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 15,10,000.00	Rs.30,200.00	02Months	30/12/2024 Up to15.00 Hrs	31/12/2024 Hrs on11.00
4	Major Repairing at Binan Hazari Para High School under Tulashikhar Block, Khowai District for the year 2024-25. DNIeT No: 85/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 7,35,000.00	Rs.14,700.00	02 Months	30/12/2024 Up to15.00 Hrs	31/12/2024 Hrs on11.00
5	Major Repairing at Gourangatilla H.S School under Khowai Block, Khowai District for the year 2024-25. DNIeT No:86/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 7,95,000.00	Rs.15,900.00	02 Months	30/12/2024 Up to15.00 Hrs	31/12/2024 Hrs on11.00

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
No.F-17(13-394-395-396-397 &398)/SE/ENGG/2024-25 3065-68
ICA/C/2852/24

Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex,
Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/62/2024-25 dated: 06/12/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/123/2024-25	₹ 4,51,970.00	₹ 9,039.00	30 (thirty) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/124/2024-25	₹ 3,37,692.00	₹ 6,754.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 27/12/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 27/12/2024, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2845/29

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAULY)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala,
West Tripura Contact: 8837256802

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টক দইয়ের বিভিন্ন উপকারিতা

শেষপাতে টক দই খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা অনেকেরই ফ্রিজে সারা বছরই টক দই থাকে। দইয়ের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই আছে। টক দইয়ের গুণের শেষ নেই। রান্নায় স্বাদ আনা থেকে শরীর ঠান্ডা রাখা সবেতেই টক দই জনপ্রিয়। অনেক সময় খাওয়ার পরেও অনেকটা টক দই বেঁচে যায়। বাসি হয়ে গেলে টক দইয়ের কোনও গুণ থাকে না। ফলে বেঁচে যাওয়া টক দই দিয়ে কী করবেন, অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। ফেলে না দিয়ে বরং বাড়তি টক দই ব্যবহার করতে পারেন অন্য ভাবে।

স্মুদি

বর্ষাকালেও গ্রীষ্মের অস্বস্তি বজায় আছে। শরীর ঠান্ডা করতে দই দিয়ে বানাতে পারেন সুস্বাদু স্মুদি। বাড়িতে ফল থাকলে টুকরো করে কেটে নিন। দই আর ফল একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই তৈরি স্মুদি। উপর থেকে বরফকুচি ছড়িয়ে দিলে খেতে মন্দ লাগবে না। মন-প্রাণও জুড়িয়ে যাবে।

ম্যারিনেশন- মাংসের স্বাদ কেমন হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে ম্যারিনেশনের উপর। মাছ হোক কিংবা মাংস, টক দই হল ম্যারিনেশনের অপরিহার্য উপাদান। ফ্রিজে মাংস থাকলে বেঁচে যাওয়া টক দিয়ে ম্যারিনেশন করে রাখতে পারেন। স্যালাড- স্বাস্থ্যকর স্যালাড সুস্বাদু করে তুলতে দই ব্যবহার করতে পারেন। লেবুর রস, রসুন কুচি, নানা ধরনের মশলা এবং দই দিয়ে স্যালাড বানালে সুন্দর খেতে হবে। স্যালাড খাইয়েই অতিথির মন জয় করে নিতে পারেন।

ফেস মাস্ক- টক দই শুধু শরীরের যত্ন নেয় না। রূপচর্চাতে কাজে লাগাতে পারেন টক দই। বেঁচে যাওয়া টক দিয়ে বানাতে পারেন ঘরোয়া ফেস মাস্ক। টক দইয়ের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ, বেসন আর অ্যালো ভেরা মিশিয়ে প্যাক বানান। পুজোর আগে সপ্তাহে তিন দিন মাখলেই ট্যান চলে যাবে।

বৃষ্টি পড়লে মনটা কেমন চপ-চপ করে

চপ। বৃষ্টি দিনের আদর্শ সান্ধ্য খাবার। বাড়িতে বানিয়ে নেওয়ার সহজ প্রণালী। পুজোয় ভাসালে মন খারাপ না করে, বাড়িতেই বানিয়ে নিন। নিরামিষ চপ তৈরির যাবতীয় সন্ধান দিচ্ছে আনন্দবাজার অনলাইন।

মোচার চপ- (৪ পিস বানানোর জন্য) উপকরণ- খোলা মোচা ২০০ গ্রাম অথবা ছোট সাইজের একটা মোচা চন্দ্রমুখী আলু ১টা মাঝারি সাইজের আদা কুঁচি চায়ের চামচের ১ চামচ লঙ্কা কুঁচি চায়ের চামচের ১ চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো চায়ের চামচের হাফ চামচ নুন পরিমাণ মতো বিস্কুটের গুঁড়ো ৪-টে টোস্ট বিস্কুট গুড়ো সরষের তেল চায়ের চামচের ৮ চামচ

রন্ধন প্রণালী- প্রথমে খোলা মোচা বড় বড় করে কেটে, পরিষ্কার জলে ধুয়ে, সামান্য নুন দিয়ে, গরম জলে হালকা সেদ্ধ করে জল ঝেড়ে শুকনো পাত্রে রাখুন। এ বার আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ মোচার মধ্যে মেশান। ওর ভেতর একে একে আদা কুঁচি, লঙ্কা কুঁচি, ভাজা জিরে গুঁড়ো, নুন দিয়ে সব খুব ভাল করে মাখুন। এবং সেটাকে সমান চার ভাগে ভাগ করুন। এ বার হাতের পাতায় শুকনো বেসন লাগিয়ে মোচা-আলুর প্রত্যেকটা বল-কে দু'হাতে চাপ দিয়ে লম্বা-চ্যাপ্টা আকারে এনে সেগুলোর দু'পিঠ বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে ফেলে ভালো করে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগান। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। গরম তেলে এবার ওই বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো মোচার চপ ভাজুন মুচমুচে করে। আলুর চপ (৪ পিস বানানোর জন্য)

উপকরণ চন্দ্রমুখী আলু ১টা বড় রসুন ৪ কোয়া শুকনো লঙ্কা ১টা আদা ১ টুকরো বেসন চায়ের চামচের ৮ চামচ চালের গুঁড়ো চায়ের চামচের ২ চামচ খাবার সোডা আঙুলের এক চিমটে নুন পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো চায়ের চামচের অর্ধেক চামচ লঙ্কা গুঁড়ো চায়ের চামচের অর্ধেক চামচ জল চায়ের কাপের অর্ধেক কাপ সরষের তেল চায়ের চামচের ৮ চামচ রন্ধন প্রণালী একটা বড় সাইজের গোটা আলু গরম জলে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে একটা পাত্রে রেখে দিন। এ বার একটা প্যানে সামান্যতম সরষের তেলের ওপর চার কোয়া রসুন, একটা শুকনো লঙ্কা, এক টুকরো আদা ফেলে একটু ক্ষণ সেগুলি নাড়িয়ে নিয়ে সেদ্ধ আলুর সঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। আলু মাখাটা চার ভাগ করুন। একটা পাত্রে রেখে দিন। এ বার অন্য একটা পাত্রে ব্যাটার বানান। বেসন, চালের গুঁড়ো, খাবার সোডা, নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জল সব দিয়ে খুব ভাল করে ফেটান, যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাটারটা ঘন হয়। এর পর হাতের দু'পাতায় সামান্য শুকনো বেসন লাগিয়ে মাখা-আলুর প্রতিটি ভাগকে গোলাকার চ্যাপ্টা সাইজ বানান। এবং সেগুলিকে ব্যাটারের বাটিতে চুবিয়ে দু'পিঠে ভাল করে ব্যাটার লাগানো পর কড়াইয়ের গরম তেলে ফেলে কড়া করে ভেজে নিন। ব্যাস, আলুর চপ তৈরি।

মেদ ঝরাতে চান? তা হলে রাতে মোবাইল ঘাঁটা বন্ধ করুন

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করতেই ১১টা বেজে যায়। তার পর চলে ঘণ্টা দুয়েক ওয়েব সিরিজ দেখার পর্ব। সেখানেই শেষ নয়, তার পর চলে ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুকে ঘাঁটাঘাঁটি। ঘড়ির কাটা ২টো পেরিয়ে ৩টে হলেও চোখে ঘুমের নামমাত্র নেই। এই ঘটনা এক দিনের নয়, রাতের পর রাত এ ভাবেই কাটছে। সকালে আবার অফিসের ঠেলায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়া।

এই অভ্যাস শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যেই শরীরে বাসা বাঁধা শুরু করে দিয়েছে একাধিক রোগ। জেনে নিন, চিকিৎসকেরা কেন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন।

মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের ঘুম অনিয়মিত ও যাঁদের পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব রয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর হার, যাঁরা নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমান তাঁদের তুলনায় বেশি। ঘুমের অভাবে সংবহনতন্ত্রের রোগ হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

স্মৃতিশক্তি কমে যায়

অনিদ্রা আর মানসিক অবসাদ পরস্পর এতটাই নিবিড় সম্পর্কযুক্ত যে, একটি আক্রান্তকে অন্যটির দিকে টেনে নিয়ে যায়। অবসাদের লক্ষণগুলি রোগীর ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। আর মানসিক অবসাদে ভুগলে স্মৃতিশক্তির উপরেও প্রভাব পড়ে।

যৌন ইচ্ছে কমে যায়

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা সঠিক সময়ে ঘুমাতে না যাওয়ার ফলে যৌন জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যাঁরা দেরি করে শুতে যান ও পর্যাপ্ত ঘুম থেকে বঞ্চিত হন তাঁদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কম থাকে, যা কমিয়ে দেয় যৌন মিলনের ইচ্ছা। এ ছাড়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে ক্লান্তিও আসে, তাই মিলনের ইচ্ছে কমে যায়।

ওজন বেড়ে যায়: রাতে ঠিকঠাক ঘুম না হলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, খিদেও বাড়ে। কম ঘুমোলে বিপাকক্রিয়া ও পাচনক্রিয়ার উপরেও প্রভাব পড়ে। এই সমস্যা শেষমেশ ওবিসিটি ডেকে আনে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় অনিদ্রার সমস্যা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া শরীরে বাসা বাঁধলে শরীর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে শরীরের অ্যান্টিবডি উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়।

ত্বকের বেহাল দশা

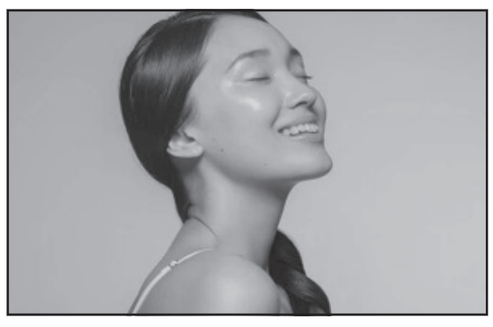

ছোটবেলায় মাথার ত্বকের সংক্রমণ রুখতে ঈষদুষ্ণ তেলের মধ্যে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে মাথায় মাখতেন। তাতে খুশকির সমস্যা দূর হয়েছিল। চুলের জেল্লাও বেড়েছিল। কিন্তু ত্বকে ব্রণের দাগ বা ক্ষত দূর করতে সেই একই নিদান কী ভাবে কাজ করবে? চিকিতকেরা বলছেন, ভিটামিন ই-র অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টই ত্বকের ব্রণের দাগ, মেচেতার দাগ দূর করতে, ক্ষত সারাতে কাজ করে। তবে জানতে হবে সঠিক ব্যবহার। ১) ব্রণের দাগ মেটাতে- অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে ভিটামিন ই জেল মিশিয়ে নিন। পুজোর আগে যে ক'টা দিন সময় আছে, রাতে শোয়ার আগে এই মিশ্রণ মুখে মেখে রাখুন। ধীরে ধীরে দাগ হালকা হতে শুরু করবে। যদি ক্ষত গভীর হয় সে ক্ষেত্রে ক্যাপসুল ভেঙে দাগের উপর সরাসরি মেখে রাখতে পারেন। কিন্তু পুরো ত্বকে মাখা যাবে না।- ২) চোখের তলার কালি দূর করতে রাত জেগে চোখের তলায় কালি পড়েছে। বাজারে একাধিক সংস্থার আন্ডারআই ক্রিম রয়েছে। তবে তার থেকেও দ্রুত কাজ করে ভিটামিন ই ক্যাপসুল। রাতে শোয়ার আগে অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে এই ক্যাপসুল মিশিয়ে চোখের তলায় মেখে রাখুন। দাগ দূর হবে সহজেই। ৩) বলিরেখা প্রতিরোধে- অকাল বার্ধক্য ঠেকাতে ভিটামিন ই ক্যাপসুল বেশ কার্যকরী। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর ভিটামিন ই ত্বকের বলিরেখা দূর করতে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ভিটামিন ই ক্যাপসুল ত্বকে মালিশ করলে ত্বক টানটান হয়। ৪) শুষ্ক ত্বকের যত্নে- এক চা চামচ মধুর সঙ্গে দুই টেবিল চামচ দুধের সঙ্গে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের ভেঙে তার মধ্যে থাকা জেলটি মিশিয়ে নিন। কাজ থেকে ফিরে বা স্নানের মিনিট ১৫ আগে এই মিশ্রণ মুখে নিয়মিত মাখার চেষ্টা করুন। তার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দামি ক্রিম মাখার প্রয়োজন পড়বে না। ৫) ওপেন পোর্সের সমস্যায়- গোলাপ জলের সঙ্গে দু''টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে মিশিয়ে নিন। মাইল্ড ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে রাতে এই টোনার স্প্রে করে শুয়ে, ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার মেখে শুয়ে পড়ুন। নিয়মিত ব্যবহার করলে ওপেন পোর্সের সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হবে।

চুল ঝরার সমস্যা

চুল ঝরার সমস্যা একান্তই মহিলাদের, সেটা বললে খানিক ভুলই বলা হয়। চিরুনি চালালেই চুল উঠে আসছে গাদা খানেক, এমন অভিজ্ঞতা কিন্তু ছেলেদেরও আছে। স্ট্রেটনার, ড্রায়ারের ব্যবহার ছেলেরা কম করে, সেটা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুল পড়ার সমস্যা আটকানো যাচ্ছে না। অনেকেই চুল পড়া বন্ধ করতে নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন ওষুধও খান। তবে তাতে যে বিশেষ কোনও লাভ হয়, তা নয়। সে ক্ষেত্রে রোজের খাবারে বদল এনে দেখতে পারেন, সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন অচিরেই। চুল ঝরার পরিমাণ কমাতে কোন খাবারগুলি বেশি করে খেতে পারেন ছেলেরা?

গাজর- গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। চুলের গোড়া শক্ত করতে ভিটামিন এ-এর জুড়ি মেলা ভার। মাথার তালুতে পুষ্টি জোগায় গাজর। মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে গাজর দারুণ কার্যকরী। সঠিক পুষ্টি উপাদানের অভাবেই চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। গাজর চুলে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে।

কড়াইশুঁটি-চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কড়াইশুঁটি খেতে পারেন। এতে নানা রকমের ভিটামিন তো আছেই, তার সঙ্গে আছে চুলের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খনিজও। আয়রন, জিঙ্ক, মিনারেলস সমৃদ্ধ কড়াইশুঁটি চুলের গোড়া মজবুত করে। শত অবহেলাতেও চুলের গোড়া দুর্বল হতে দেয় না। ফলে চুল পড়ে যাওয়ার পরিমাণও অনেকটাই কমে।

ওট- ওজন কমাতে ওটের জুড়ি মেলা ভার। তবে চুল ঝরার সমস্যা থেকেও ছেলেদের মুক্তি দিতে পারে ওট। এতে রয়েছে ফাইবার, আয়রন, জিঙ্কের মতো খনিজ। সেই সঙ্গে রয়েছে ওমেগা-৩। এই ফ্যাটি অ্যাসিড মাথার ত্বকে এবং চুলে পুষ্টি জোগায়। মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালনও সচল রাখে। ফলে চুল পড়া কমে।

মুরগির মাংসের 'ঘি রোস্ট'

ছুটির দিনে বাড়িতে মটন আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে, ভাল-মন্দে, রোগীর পথ্যে মুরগি খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে কিছু খাচ্ছেন বলে মনেই হয় না। এমন অবস্থায় মুরগির সেই ঝোল, কষা না রেঁধে স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলতেই পারেন দক্ষিণী পদ চিকেন ঘি রোস্ট। সপ্তাহান্তে বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদেরও রেঁধে খাওয়াতে পারেন। কেমন ভাবে বানাতে হয় চিকেনের এই পদ? রইল রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
জল ঝরানো দই: আধ কাপ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৩০০ গ্রাম
লেবুর রস: এক টেবিল চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
কারিপাতা: আট থেকে ১০টি
ঘি: ৫ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কা: ৬ থেকে ৮টি
গোটা গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ
লবঙ্গ: ৪টি
মৌরি: ১ চা চামচ
গোটা ধনে: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: আধ চা চামচ
রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
তেঁতুলের ক্বাথ: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) মুরগির মাংসে দই, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লেবুর রস আর নুন দিয়ে মাখিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ফ্রিজে রাখুন।

২) কড়াইতে শুকনো লঙ্কা, মৌরি, জিরে, ধনে, লবঙ্গ ও গোটা গোলমরিচ একদম অল্প আঁচে মিনিট দুয়েক ভেজে নামিয়ে ঠান্ডা করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন।

৩) এ বার কড়াইতে ঘি গরম করে কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি লাল করে ভেজে নিন।

৪) এ বার রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। মাংস দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন।

৫) মুরগির মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ, চিনি এবং ভাজা মশলা ছড়িয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন।

৬) ঝোল একদম শুকিয়ে এলে এবং রান্না থেকে ঘি আলাদা করে ছেড়ে এলেই তৈরি চিকেন ঘি রোস্ট।

৭) পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন মুরগির এই সুস্বাদু পদ।

যোগাসন: রোজ করলে গ্যাস-অম্বল হবে না

খাদ্যরসিক বাঙালির গ্যাস-অম্বল যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠছে। তার অন্যতম কারণ অত্যধিক পরিমাণে বাইরের খাবার খাওয়া। এ ছাড়া, জল না খাওয়া, সঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়া না করার কারণে গ্যাসের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়েন অনেকেই। দিনের পর দিন এই ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে বদহজম, গ্যাস-অম্বল পিছু ছাড়ে না। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাড়িয়ে দেয় ঠিকই। সামনেই উতব। আর উতব মানেই ভূরিভোজ, বাইরের মুখরোচক খাবারের স্বাদ নেওয়া। পুজোর আগেই পেট গ্যাস-অম্বলের সমস্যা জাঁকিয়ে বসলে, আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। তাই খাওয়াদাওয়ায় বদল আনার পাশাপাশি নিয়ম করে কয়েকটি যোগাসনও করতে হবে। সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু গ্যাস-অম্বল থেকে বাঁচতে কোন যোগাসনগুলি নিয়ম করে করবেন?

নৌকাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এর পর শ্বাস নিতে নিতে নিতম্ব ও কোমরে ভর দিয়ে দেহের উপরের অংশ ও পা একসঙ্গেই উপরের দিকে তুলুন। আপনার বাহু ও পায়ের পাতা একই দিকে থাকবে। নৌকা বা ইংরেজির এল আকৃতির মতো অবস্থায় থাকুন ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ৩-৪ বার এই আসনটি করবেন।

পশ্চিমোত্তানাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে দু''হাত মাথার দু''পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু'টি একসঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু'পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। গ্যাসের সমস্যা নিশ্চিত ভাবে কমবে।

বালাসন

সবচেয়ে আরামদায়ক একটি যোগাসন। এই আসনটি করতে প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। হাত দু'টি প্রণাম করার ভঙ্গিতে একসঙ্গে জড়ো করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসুন। এ বার ধীরে ধীরে শ্বাস নিন, আর ছাড়ুন। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে বসার পর ধীরে ধীরে উঠে বসুন। প্রতি দিন এটা করলে গ্যাসের সমস্যা কমবে।

মুখ ব্রণতে ভরে গিয়েছে?

দোরগোড়ায় পুজো। উতব শুরু হতে হাতে গোনা আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। উৎসব-উদ্যাপনের প্রস্তুতিও প্রায় শেষের দিকে। পুজোর কেনাকাটা থেকে রূপচর্চা সব কিছুই চলছে জোরকদমে। কিন্তু অনেকেই ব্রণ নিয়ে চিন্তিত। পুজোর আগে ব্রণ না কমলে কী করবেন, তা নিয়ে একটা আশঙ্কাও কাজ করছে। রূপটান করে ব্রণ আড়াল করার পরিকল্পনা থাকলেও ত্বকের কথা ভেবে তা বাতিল করাই ভাল। কারণ প্রসাধনীর সংস্পর্শে ব্রণ আরও বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করতে পারে। তা হলে উপায়? পুজোর আগে ব্রণ দূর করতে ভরসা রাখা যায় কয়েকটি পানীয়ের উপর।

আপেলের রস- ভিটামিন এ, বি, সি, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর কিছু উপাদান রয়েছে এই ফলে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে আপেল দারুণ কার্যকরী। আপেল ত্বকে আনে একটা বাড়তি জেল্লা। যা সকলের মাঝে আলাদা করবে আপনাকে। এ ছাড়াও আপেল ব্রণ প্রতিরোধেও দারুণ কার্যকরী। আপেলে ফাইবার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। যা ত্বকে আলাদা করে পুষ্টি জোগায়।

বিট এবং গাজরের রস- বিট, গাজরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা শরীরের নানা সমস্যা দূর করা ছাড়াও ত্বকের জেল্লা ফেরায়। ব্রণ কমায়। বলিরেখা, মেচেতা, অকাল বার্ধক্যের মতো সমস্যা এড়াতে এই দুই সব্জি দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর এই পানীয়।

লেবু এবং মধুর জল- সকালে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে লেবু এবং মধু মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। বলিপাড়ার অনেকেই সকাল শুরু করেন এই পানীয় দিয়ে। ওজন ঝরানো ছাড়াও এই পানীয় ত্বকের জেল্লা ফেরাতেও দারুণ কার্যকরী। লেবু এবং মধুর জল পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হজমশক্তি উন্নত করে। পরিপাক ক্রিয়া উন্নত হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকেও। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিয়ে ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং সেই সঙ্গে ব্রণর ঝুঁকি কমায়।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় নাজেহাল?

অনেক সময় বাজার থেকে কিনে আনা দই থেকে দিন দুয়েকের মধ্যেই অল্প গন্ধ বেরোতে শুরু করে। অনেক সময় ঘরে পাতা দইও বেশি টক হয়ে গেলে খাওয়া যায় না। রান্নায় ব্যবহার করলেও স্বাদ বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলে কি এক বাটি দই ফেলে দেবেন?

পুজোর আগে মুখের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান? তা হলে দই নষ্ট না করে রূপচর্চায় ব্যবহার করে ফেলতে পারেন। টক দই মাখলে ত্বকের জেল্লা বাড়বে। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও দইয়ের জুড়ি মেলা ভার। কী করে ব্যবহার করবেন টক হয়ে যাওয়া দই?

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে: শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দই দারুণ কাজ করে। ত্বকে আর্দ্রতা ও জেল্লা আনতে দইয়ের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। মিনিট দশেক রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দই প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে ত্বক আর্দ্র আর কোমল করে তুলবে। ব্রণ দূর করতে: এক টেবিল চামচ টক দই নিয়ে তুলো দিয়ে ব্রণর উপরে লাগিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। দিনে লাগালে ঘণ্টা দুয়েক লাগিয়ে রাখুন, তার পর ধুয়ে নিন। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের সংক্রমণ দূর করে। ব্রণর সমস্যা দূর হয় সহজেই। তবে নিয়মিত ব্যবহার করলে তবেই কাজ হবে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নেপালি সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগডেলকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলের সম্মানসূচক পদ প্রদান করেন।

১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর থাকতেই হবে লোকসভায়, হুইপ জারি বিজেপি ও কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): দলীয় সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করল বিজেপি। কংগ্রেসও তাঁদের দলের সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করেছে। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর সংসদে উপস্থিত থাকার জন্য লোকসভার সমস্ত সাংসদদের তিনটি লাইনের হুইপ জারি করেছে বিজেপি। ওই দুই দিন সংসদে গুরুত্বপূর্ণ কারণে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

পাশাপাশি কংগ্রেসও নিজস্ব দলের সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করেছে। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁদের লোকসভা সাংসদদের ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর সদনে উপস্থিত থাকার জন্য তিন লাইনের হুইপ জারি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে দেবেন্দ্র ফড়নবিস, দেখা করলেন রাজনাথের সঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। বৃহস্পতিবার প্রথমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ফড়নবিস। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফড়নবিস এক্স মাধ্যমে জানান, 'মূল্যবান সময়, দিকনির্দেশনা, আশীর্বাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। গত ১০ বছরে, আপনার সমর্থনে মহারাষ্ট্র প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নম্বরে রয়েছে এবং এখন আপনার নেতৃত্ব এবং নির্দেশনায় বিকাশের এই যাত্রাকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।'

এরপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও দেখা করেন ফড়নবিস। এ বিষয়ে রাজনাথ টুইট করে জানান, 'আমি নিশ্চিত, মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন যাত্রায় নতুন গতি প্রদান করবেন দেবেন্দ্র ফড়নবিস।' রাজনাথের হাতে গণেশের মূর্তি তুলে দেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিস।

জলজীবন মিশন গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর দিচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): জলজীবন মিশনের সুফল তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জলজীবন মিশন গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর দিচ্ছে। বাড়ির দোরগোড়ায় বিশুদ্ধ জলের মাধ্যমে মহিলারা এখন দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি মিডিয়া রিপোর্ট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন,

উমরাংসোতে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন সিইএম দেবোলালের

উমরাংসো (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের অন্যতম পার্বত্য জেলা ডিমা হাসাও-এর অন্তর্গত উদ্যোগনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসো এখন পর্যটকদের জন্য একটি সুন্দর ও পছন্দের পর্যটন কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠছে। এখানকার রোমাঞ্চ, স্ফটিক-স্বচ্ছ হ্রদ, প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে উমরাংসো। তাই পর্যটনের উন্নয়নে এই উদ্যোগনগরীর চারপাশে উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটন বিভাগ এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, বলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গার্লোসা।

আজ বৃহস্পতিবার উমরাংসোতে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন দেবোলাল গার্লোসা। উমরাংসোর নেতাজি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিব মন্দির পর্যন্ত রাস্তা, পিজিএইচজে থেকে উমরাংসো গলফ কোর্স রাস্তা, উমরাংসো ক্রিকেট স্টেডিয়ামের রাস্তা, গলফ কোর্স পিকনিক জোনে শৌচাগার (পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য), বৃহত্তর উমরাংসো এলাকার এমভিএস জলজীবন মিশনের অধীনে জল সরবরাহ প্রকল্প, বড় লাংলাই ব, কুকরিলাংসো, রোনগার্টিং নেপালিবস্তি, রোনগারটিং কারবি বস্তি, রোংমেপি, ওয়ারপ্লাক, হাপলাইডিসা, সিঙ্গলাম, জাম্বুদিসা, কমলানগর জল সরবরাহ প্রকল্প সহ মাছ ও মাংসের বাজার শেডের উদ্বোধন করেছেন দেবোলাল।

এদিন উমরাংসোতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য প্রবীতা জহরি প্রমুখ।

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়িতে ধাক্কা বাসের, প্রয়াত এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক

মথুরা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার রাতে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাস। গাড়িতে থাকা এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হয়েছেন তাঁর স্বামী-সহ আরও কয়েকজন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, বুধবার রাতে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে নয়ডা থেকে প্রয়াগরাজগামী একটি স্লিপার বাস একটি সুইফট গাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যান নেহা শুক্লা। তিনি উত্তর প্রদেশ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে প্রয়াগরাজের নৈনি থানায় কর্মরত ছিলেন। আহত হন তাঁর স্বামী রবীন। এছাড়াও বাস কন্ডাক্টর অঙ্কুশ শুক্লা ও আরও একজন আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রয়াত মহিলা পুলিশ আধিকারিকের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিহারে বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ চুরি

নওয়াদা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : নওয়াদা জেলার মায়া বিঘা গ্রামে অবস্থিত কাদিরগঞ্জ থানা এলাকার একটি বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনা-রূপার গয়না—সহ নগদ নিয়ে গেল চোরেরা। ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে কাদিরগঞ্জ থানা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চুরির সময়ে বাড়ির মহিলা সদস্যরা নিচের তলায় ঘুমাচ্ছিলেন। বাড়িতে ছিলেন না বাড়ির মালিক। তিনি রোহ মোড়ের ধর্মকান্তে ছিলেন। খবর দিলে তিনি এসে দেখেন বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীরা প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকার সোনা-রূপার গয়না ও নগদ ৭০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কোরবায় প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

কোরবা, ১২ ডিসেম্বর (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলার করতলা ব্লকের সুপা তরাই এলাকার একটি গ্রামে বৃহস্পতিবার সকালে প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তারা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায় এলাকায়।

গ্রামবাসীরা জানান, প্রেমিক যুগল কোথা থেকে এসেছে তা এখনও শনাক্ত করা যায়নি। গ্রামবাসীরা ঘটনাটি পুলিশকে জানিয়েছে, পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

শুক্রবার প্রয়াগরাজ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায়

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে। কুম্ভমেলার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে প্রয়াগরাজকে। এরইমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) প্রয়াগরাজ সফরে যাচ্ছেন। প্রয়াগরাজে ৬৬৭০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রয়াগরাজ পৌঁছনোর পর দুপুরে পূজার্চনায় অংশ নেবেন মোদী। ১.৩০ মিনিট নাগাদ মহাকুম্ভ প্রদর্শনী ঘুরে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মোদী। রেল ও সড়ক প্রকল্পের পাশাপাশি রোড ওভার ব্রিজ, ঘাট প্রভৃতির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভুটানের অর্থমন্ত্রী লিয়নপো লেকি দর্জির সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে।

"বিদ্বতা ও বিনয় বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকে করেছে জনপ্রিয়"

শাস্ত্রী রচনা-সংকলনের প্রকাশ অনুষ্ঠানে ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর(হি.স.): বিদ্বতা, বিনয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকে জনপ্রিয় করেছে। এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ছিলেন একজন সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতমনা রাজনীতিক, যিনি সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবার মাধ্যমে সংস্কৃতির এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই মন্তব্য করেন সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত ''বিষুংকান্ত শাস্ত্রী রচনা-সংকলন''-এর প্রকাশ অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি তিনমূর্তি ভবনে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়ের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং সাহিত্যের প্রসারে শাস্ত্রীজির অবদান অনস্বীকার্য। কাব্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।' শাস্ত্রীজির জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর চিন্তাভাবনা প্রাচীন ও আধুনিকের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি মাধব কৌশিক কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রচনা-সংকলনের সম্পাদক ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব অরুণীশ চাওলাকে সম্মান জানান। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির সচিব ড. কে. শ্রীনিবাস রাও, সহ-সভাপতি ড. কুমুদ শর্মা এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বইটির বিভিন্ন দিক ও শাস্ত্রীজির জীবনাদর্শ নিয়ে বক্তব্য দেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

প্রয়াত বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন 'একুশে' পদকপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন পাপিয়া সারোয়ার। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল তাঁকে।

১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ডিগ্রি নিতে ভর্তি হন তিনি। বাংলাদেশ গঠন হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক হওয়ার সুযোগ পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা নিয়েও পড়াশোনা করেছেন তিনি।

এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন পাপিয়ার স্বামী সারোয়ার আলম।

বিরোধীদের অসম্মান করার জন্য পদের অপব্যবহার করছেন রিজিজু : সাগরিকা ঘোষ

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তাঁর কথায়, বিরোধীদের অসম্মান করার জন্য পদের অপব্যবহার করছেন রিজিজু। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিজের কাজও রিজিজু ঠিকভাবে করছেন না বলে অভিযোগ সাগরিকার। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাগরিকা ঘোষ বলেছেন, 'আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বিরুদ্ধে একটি বিশেষাধিকার প্রস্তাব এনেছি। তিনি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সংসদ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু আমরা দেখছি, তিনি ক্রমাগত বিরোধীদের অপমান করছেন। তিনি বিরোধীদের অপমান করার জন্য তাঁর পদের অপব্যবহার করছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা দাবি করছি।'

PNIT NO:-10/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25 date: 07/12/2024 Hiring of vehicle under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No	DNIT No	Estimate Cost	Earnest money
1)	DNIT NO. 40/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 2,49,200.00	Rs.4984.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 13/12/2024 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours,
ICA/C/2873/24

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, PWD Kalyanpur, Tripura

WALK IN INTERVIEW

1. Applications are invited on plain paper for Walk-in-Interview for the engagement of contractual basis part time teacher for 11(eleven) months only for teaching to Bengali & English subject for Post Graduate Level in Govt. Degree College, Dharmanagar, North Tripura for the academic session 2024-25.
2. Applications are invited on plain paper for Walk-in-Interview for the engagement of Guest Lecturer for teaching to English subject for post Graduate Level in Govt. Degree College, Dharmanagar, North Tripura for the academic session 2024-25.

The Willing candidates are informed to attend the said walk-in-interview with their original certificates with a photocopy of the same along with an application on plain paper (Bio-data) on 26th December 2024 and report to the Office of the Principal, Government Degree College, Dharmanagar within 11 a.m. to 3 p.m.

****Eligibility:-****

a. At least 55 % marks at Masters Degree in the relevant subject.
b. 5 % marks relaxation in case of ST/SC/PH/Ph.I degree holder candidates.
c. Priority to be given to NET/SLET/Ph.D degree holder candidates.
d. Engagement will be made on the basis of merit as per the API score system decided according to the up to date Bio Data till 26.12.2024 and the reservation policy adopted by the state Government.
e. Sl.No. 1 Selected candidates will be engaged with a remuneration of Rs. 30,000/- per month and other terms and conditions for the engagement will be made as per guidelines/ norms of the state Government from time to time and UGC regulation 2018.
f. Sl.No.2 Payment of Honorarium and other terms and condition for the engagement will be made as per guidelines/norms of the state Government vide DHE notification No.F. 1(314)-DHE/Estt(G)/18(L)2496 dated 02.09.2024 & No.F. 1(314)-DHE/Estt(G)/2018(L)3017 dated 22.10.2024
g. No TA/DA will be considered for the candidates of Part Time teacher and Guest Lecturer post..

ICA/D/1466/24

Sd/- (Gautam Das)
GAUTAM DAS
Principal-in-Chargprincipal-in-Charge
Government Degree Collegeegree College
Dharmanagar, North Pharmanagar, North Tripura

Case No: PRC (WP) 132 of 2020

The State of Tripura .Vs..... Jakir Hossain & anr.

Ld. APP in-charge Mr. C.R. Choudhuri is present for the prosecution.
Received back the ER of the BWA issued against the accused Jakir Hossain and Saddam Hossain from the O/C, Jatrapur PS un-executed with report. Seen the report.
The report is enclosed with two certificate issue by the Upa-Pradhan of Dakshin Maheshpur GP under Kathalia RD Block, which disclose that both the accused persons are currently staying in Mumbai.
//Issue proclamation against accused Jakir Hossain and Saddam Hossain and forward the same to the O/C, Jatrapur PS for execution and return as per Sec.82 of Cr.P.C.
O/C, Jatrapur PS is further directed to cause publication of the proclamation issued against accused persons in a local
of wide circulation at the area of their residence.
newspaper
//Send a copy of this order to the O/C, Jatrapur PS along with the proclamation.
Fix 07.01.2025 for ER.

Next Date: 07/01/2025
FORM No. 5
PROCLAMATION
REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED (See section 82)
Chief Judicial Magistrate Establishment, Sonamura IN THE COURT OF Shri Subhadeep Saha
The Officer in-charge Jatrapur Police Station

To Chief Judicial Magistrate
CASE NO. PRC(WP) 132 of 2020
WHEREAS a complaint has been made before me that Jakir Hossain S/O Sri Tajal Miah Of Koiya Tilla W/No-05 P/S P/S Jatrapur Tripura has committed the offence of punishable under section 325/506/34 of the Indian Penal Code Act it has been returned to a warrant of arrest there upon issued that the said Jakir Hossain cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused person has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warranty);
Proclamation is hereby made that the said accused Jakir Hossain S/O Sri Tajal Miah Of Koiya Tilla W/No-05 P/S P/S Jatrapur Tripura required to appear at Chief Judicial Magistrate Sonamura,Sepahijala Tripura before this Court (or before me) to answer the said complaint on the 07h day of January 2025.
Dated, this..... ..... of.....
ICA/D/1468/24

Chief Judicial Magistrate Sepahijala District,Sonamura.
Chief Judicial Magistrate,
Sepahijala District,
Sonamura, Tritura.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা চন্ডিপুর ব্লকের আওতাধীন সকল PMAY-G সুবিধাভোগীদের জানানো যাচ্ছে যে নিম্নলিখিত সুবিধাভোগীগণ চন্ডিপুর ব্লক কর্তৃক PMAY-G প্রকল্পে ঘর পেয়েছিলেন, কিন্তু এখনও ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করেন নাই। নিয়ম অনুসারে PMAY-G ঘর করার সময়সীমা 60 দিন, কিন্তু আপনাদেরকে 2(দুই) বৎসর এরও বেশি সময় দেবার পরও আপনার ঘর এখনো অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। বহুবার ব্লক এবং ডিস্ট্রিক্ট আধিকারিকরা আপনাদেরকে ঘর সম্পূর্ণ করার জন্য সচেতন করা সত্ত্বেও, আপনারা সহযোগিতা করেননি।

অতএব,এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী 7(সাত) দিনের মধ্যে গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করুন নতুবা যে সরকারি টাকা ঘর বানানোর জন্য আপনাকে দেওয়া হয়েছে সেটা আগামী 7(সাত) দিনের মধ্যে সরকারি খাতায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি টাকা অপব্যবহার করার দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

List of Delayed PMAY-G House under Chandipur R.D.Block:

Sl No.	G.P./V.C.	PMAY-ID	Name of the Beneficiary	Father/Husband's Name	Amount Released
1.	Bilashpur	TR1180522	ABINASH CHANDRA DAS	JAGABANDU DAS	Rs 48000/-
2.	Birchandranagar	TR114866576	Rubi Deb	Lt Atul Deb	Rs 48000/-
3.	Halairpar	TR1059680	TAJU MINCHA	ABDUL SATTAR	Rs. 48460/-
4.	Golakpur	TR1072847	KAJAL NAYEK	NARENLDRA NAYEK	Rs. 98,460/-
5.		TR1089966	CHANDRA KARMAKAR	JATIN KARMAKAR	Rs. 98,460/-
6.		TR138607280	Debi Jhara	Hari	Rs 48000/-
7.		TR138789739	Chandan Turaya	Puchua	Rs 48000/-
8.		TR1180461	NRIPENDRA DEBBARMA	HEMCHANDTRA DEBBARMSA	Rs 98000/-
9.	Milong	TR1117533	RASA ISHWARI DEBBARMA	PRAKASH CHOUDHARI DEBBARMA	Rs. 98,460/-
10.	Murticherra	TR1019264	GAKUL PASHI	DEONARAYAN PASHI	Rs. 48460/-
11.		TR133012156	Birendra Tantubay	Haricharan Tantubay	Rs 48000/-
12.	Singirbil	TR1040881	SINGMONI DABBORMA	DOIKUMAR DABBORMA	Rs. 48460/-
13.	Sorojini	TR136072542	Daniel Munda	Amulya	Rs 48000/-
14.		TR136454073	Notish Turia	Premlal	Rs 98000/-
15.	Rangrung	TR1168617	SHANTI LAL UARNG	BHADRA URANG	Rs 48000/-
16.		TR137418393	Ramakanta Guala	Rajdeo Goala	Rs 48000/-
17.		TR138299766	Ananta Karmakar	Matilal Karmakar	Rs 98000/-
18.		TR1025129	PRATAYARI SABAR	JARI SABAR	Rs. 98,460/-
19.		TR1025527	RATAN	UNKNOWN	Rs. 98,460/-
20.		TR1052368	BINAY SARAB	RABI SARAB	Rs. 48,460/-
21.		TR1062750	SHEKHAR SABAR	BASU SABAR	Rs. 98,460/-
22.		TR1116110	BUSHADALAL URANG	GUYA URANG	Rs. 98,460/-
23.		TR113944470	Basaklata Bakti	Horipada Bakti	Rs 48000/-
24.	Jarultali	TR1227042	BIPLAB DAS	BIMAL DAS	Rs 48000/-
25.	Srirampur	TR1106358	CHAN MIA	HABIB ULLA	Rs. 98,460/-
26.		TR122080902	Kalidas Sarkar	Priyalal Sarkar	Rs 98000/-
27.		TR122083712	Sankar Sarkar	Sankar Sarkar	Rs 98000/-
28.		TR1315659	Chandi Sarkar		Rs 98000/-
29.		TR137222466	Nepal Sarkar	Pranballab Sarkar	Rs 48000/-
30.	Jamtailbari	TR1046660	TAPTI URANG	SADHU IURANG	Rs. 48460/-
31.		TR142209236	Pratap sing Debbarma	Ajoy Mohan Debbarma	Rs 48000/-
32.		TR116048462	Nirchang nai halam	Mul Joy Thai halam	Rs 48000/-
33.	Dhanbilash	TR1006644	RAM		Rs. 98,460/-
34.		TR1095501	MAMPAL SINHA	KAMALABABU SInHA	Rs. 98,460/-
35.		TR119087635	MOHAN SINGHA	LATE HARIMOHAN SINGHA	Rs 48000/-
36.		TR135948371	Raseswari singha	Lt Harimohan singha	Rs 48000/-

ICA/D-1467/24

Block Development Officer
Chandipur RD Block
Kailashahar:Unakoti District

ভট্টপুকুর শুকতারা সংঘের নতুন তিনতলা ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভট্টপুকুর শুকতারা সংঘের নতুন তিনতলা ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোধঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।
আগরতলা ভট্টপুকুরস্থিত শুকতারা সংঘের নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মিনারানি সরকার, ক্লাবের সভাপতি কেশব পাল, ক্লাবের সম্পাদক অসীম সাহা সহ অন্যান্যরা।
প্রায় আনুমানিক এক কোটি টাকা ব্যয়ে তিনতলা বিশিষ্ট নতুন ভবন গড়ে ওঠে। যার আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আদর্শের উপর ভিত্তি করে কাজ করলে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। শুকতারা ক্লাবের তিনতলা বিল্ডিং তারই প্রমাণ। ক্লাবের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও সদস্যদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে রাজ্যের ও এলাকার উন্নয়নে কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে দিশা নিয়ে কাজ করেন সেই উন্নয়নের দিশা নিয়েই কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। ক্লাবগুলিকেও উন্নয়নের দিশা নিয়ে কাজ করতে হবে বলে তিনি এদিন উল্লেখ করেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর
সামনে তিনি জানান। তিনি জানান এলাকাতে তিনি ভাল কাজ করার ফলেই সদলীয় কিছু যুবকরা তাকপ সহ্য করতে পারছেন না। যার ফলশ্রুতিতে এরকমটা করা হচ্ছে। তিনি এই বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের দ্বারা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন যদি সদলীয় বুথ সভাপতিই এইরকমভাবে আক্রান্ত হয় তাহলেই জনগণ কতটুকু সুরক্ষিত নিজেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। গোটা বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

দশা

● প্রথম পাতার পর
তাই আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএমসির সদস্যরা অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

অনন্তনাগে খাদে পড়ল ট্রাক খালাসির মৃত্যু, চালক গুরুতর আহত

শ্রীনগর, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি ট্রাক। এই দুর্ঘটনায় ট্রাক চালক গুরুতর আহত হয়েছেন এবং খালাসির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মারগান টপের কাছে। চালক ও খালাসির বাড়ি অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগের গাওরান গ্রামে। নিহত খালাসির নাম- বিলাল আহমেদ খাতনা (৩৫)। চালকের নাম মুমতাজ আহমেদ তিদওয়াহ।
জেকে ০৩ই/২০১৭ নম্বরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি ইট নিয়ে যাচ্ছিল। কোকারনাগ-মারগান-ওয়ারওয়ান সড়ক তুষারপাতের কারণে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। বুধবার রাতে ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই খালাসির মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয়েছেন ট্রাকের চালক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাঁকিয়ে শীতের আশা পারদ নিম্নমুখী কলকাতায় কুয়াশারও সতর্কতা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): অবশেষে জাঁকিয়ে শীতের আশা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রা। কিছুটা কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পারদ-পতনের পর বৃহস্পতিবারই এই মরসুমের শীতলতম দিন।
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফত। দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। কুয়াশার চাদরে ঢাকবে দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলাও। আগামী দু'দিনে পাল্লা দিয়ে কমবে রাতের তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, চলতি সপ্তাহের শেষে ১৫ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলবে কলকাতার পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচেও নেমে যেতে পারে।ান্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত। কোথাও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছেছে, কোথাও আবার হিমাঙ্কের কাছাকাছি। হাড় জমিয়ে দেওয়া ঠান্ডায় যখন লড়াই চালাচ্ছে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি, তার সঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ৫ ডিগ্রিতে, অন্য দিকে, রাজস্থানের বহু জায়গায় শূন্যে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। মাউন্ট আবুতে হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। ঠান্ডা এতটাই বেশি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ওপর বরফের হালকা আস্তরণ জমে গিয়েছে।
শৈত্যপ্রবাহের কামড় তো আছেই, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ঘন কুয়াশাও। এর কারণে কোথাও দৃশ্যমানতা এতটাই নেমে গিয়েছে যে, যান চলাচল ভীষণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি চলছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং পঞ্জাবেও।
আপাতত রাজ্যের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার চাদর থাকতে পারে বঙ্গের সাত জেলায়। তবে কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায়। কমতে পারে দৃশ্যমানতাও। পাশাপাশি, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানেও দু'-এক জায়গায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

উদ্ধারকারীদের চেষ্টা ব্যর্থ বাঁচানো গেল না কুয়োয় পড়ে যাওয়া আরিয়ানকে

দৌসা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): খোলা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু আরিয়ান মিনা। গত সোমবার থেকেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল সে। তবে শেষ রক্ষা হল না। প্রায় ৫৭ ঘণ্টা ধরে উদ্ধারকাজ চালিয়ে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তার জ্ঞান না থাকায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছোট্ট আরিয়ানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজস্থানের দৌসার কালিখাদ গ্রামে।
গত সোমবার বিকেলে মায়ের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিল ওই গ্রামের বালক আরিয়ান মিনা। হঠাৎই সে খোলা কুয়োয় পড়ে যায়। খবর পেয়েই একঘণ্টার মধ্যে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়, মাটি থেকে প্রায় ১৫০ মিটার নীচে রয়েছে আরিয়ান। পাইপে করে তার কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া হয়। পাশপাশি ক্যামেরার মাধ্যমে তার উপর নজরও রাখে প্রশাসন। আরিয়ানকে উদ্ধারে হাত লাগিয়েছিল এসডিআরএফ ও এনডিআরএফ। উদ্ধারকাজে ব্যবহার করা হয়েছিল একাধিক জেসিবি, ড্রিলিং মেশিনও। কিন্তু উদ্ধারকারীদের সব চেষ্টাই বৃথা হয়ে গেল। বাঁচানো গেল না ছোট্ট আরিয়ানকে।

অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর
সুর সিপিএম-এর সুজন চক্রবর্তীর।
'এক দেশ, এক নির্বাচনে'র বিরোধিতা করে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "এক দেশ, এক ভোট নিয়ে আমাদের বক্তব্য ও অবস্থান অনেকদিন ধরেই স্পষ্ট। এটা সম্পূর্ণ ভুল একটা বিষয়। আমাদের দেশে পাঁচ বছর অন্তর ভোট হয় মানুষের আস্থা-অনাস্থাকে মাথায় রেখেই। এক ভোট চালু হলে তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকেই দেশ সরে আসবে।"
প্রসঙ্গত, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গত সেপ্টেম্বর মাসে এক দেশ এক ভোট প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে। সেই প্রস্তাব তার পর বিল আকারে মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়। বৃহস্পতিবার সেই বিলেও সায় দিয়েছে মন্ত্রিসভা।
অন্যদিকে, "এক দেশ, এক নির্বাচন" সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী সপ্তাহে সরকার এটি সংসদে পেশ করতে পারে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিল অনুমোদন করা হয়। এই পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কারের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপকে সকলের স্বাগত জানানো উচিত।
একইসঙ্গে তিনি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, বিরোধীরা তখনই নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করে যখন ভোটের ফলাফল তাদের পক্ষে যায়, কিন্তু অন্য কেউ জিতলেই তারা সমালোচনা করে। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কারের লক্ষ্যে "এক দেশ, এক নির্বাচন" পদক্ষেপকে সকলের স্বাগত জানানো উচিত।
উল্লেখ্য, 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। সেই কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। যেখানে 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর পক্ষে সায় দেওয়া হয়েছে।
খবরে প্রকাশ, "এক দেশ, এক নির্বাচন" সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আগামী সপ্তাহে সরকার এটি সংসদে পেশ করতে পারে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিল অনুমোদন করা হয়। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি।
"এক দেশ, এক নির্বাচন" প্রসঙ্গে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি বলেন, এর আগে নির্বাচনে অর্থের অপব্যবহার হয়েছে। উন্নয়নের গতিও সীমিত হয়ে যেত পরপর নির্বাচন হলে। কারণ সেসময় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকতো। আমি "এক দেশ, এক নির্বাচন"-এর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি কোষাগারের বোঝাও সাশ্রয় হবে।
উল্লেখ্য, 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। সেই কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দেয়। যেখানে 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর পক্ষে সায় দেওয়া হয়েছে।

ছুটি ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর
থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকাল, কেরল ও মাহে এবং উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, রায়ালসীমা ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে।

বিজ্ঞপ্তি জারি

● প্রথম পাতার পর
কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিদ্যালয় শিক্ষাকে আরো সমৃদ্ধ করবে এই নিয়োগ।

আলোহা উত্তরপূর্ব ভারত কর্তৃপক্ষ আয়োজিত রাজ্যস্তরের অ্যাবাকাস অ্যাও মেন্টাল অ্যারিথমেটিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: সারা রাজ্যের সমস্ত আলোহা অ্যাবাকাস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজ্যস্তরের দ্বাদশ অ্যাবাকাস এবং মনে মনে গুণে দ্রুত পাটিগণিতের প্রতিযোগিতার আসর সন্ধ্যার বর্ণময় পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। গত রবিবার শিশুবিহার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আলোহা অ্যাবাকাস উত্তরপূর্বাঙ্গলীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় একটি পর্বে চার থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী এক ঝাঁক শিশুকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ইউটিউব লিঙ্কে চল্লিশটি দেশের দূতাবাস এবং অন্য আগ্রহী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি ওয়াকিবহাল মহল গোটা প্রতিযোগিতার পর্ব এবং পুরস্কার বিতরণের বর্ণাঢ্য আয়োজনের সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রতিযোগিতার পর্বে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সফল প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্কুল অফ সায়েন্সের কর্ণধার অভিজিত ভট্টাচার্য এবং রাজ্যে ইস্কন মন্দির পরিচালনার সভাপতি শ্রীধাম গোবিন্দ দাস। উপস্থিত দু"জনই এই চমকপ্রদ পদ্ধতির প্রশংসা করেন এবং শুভকামনা জানান। সকাল এবং সন্ধে উভয় পর্বে স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক ভাষণ দেন আলোহা অ্যাবাকাসের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর রণবীর রায়। তিনি ত্রিপুরায় আলোহার অনন্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান, উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে আলোহা অ্যাবাকাস প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।
সন্ধ্যার পুরস্কার বিতরণের সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি সহ অন্য অতিথিরাও বিশেষ পদ্ধতিতে গণিতের প্রশিক্ষণ এবং এর সাফল্য নিয়ে উচ্চ প্রশংসা করেন। এর মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের রাজ্য পর্যায়ের সহ সম্পাদক বোধিস্বত্বানন্দ মহারাজ এবং সত্যন্দন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সুবল দে-ও ছিলেন।
অনুষ্ঠানের অন্য অতিথিবর্গের মধ্যে আগরতলার মেয়র তথা রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার ও বিশালগড়ের বিধায়ক তথা বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য উপসভাপতি সুশান্ত দেবও সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি বিশিষ্ট পুরস্কার এতে তুলে দেওয়া হয়। দু"জন সমাজ কর্মীকেও সম্বর্ধিত করা হয়। সন্ধের সাংস্কৃতিক পর্বে আলোহা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার শিক্ষার্থী ছাড়াও বিশিষ্ট গিটার শিল্পী দেবব্রত মল্লিকের পরিচালনায় একদল স্কুদে গিটার শিল্পী রাগাশ্রয়ী পরিবেশনায় মুগ্ধ করেন সমস্ত দর্শকদের।

উদয়পুর ইউআরসি হলে অনুষ্ঠিত কুকিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ ডিসেম্বর।। আজ সকাল এগারোটায় উদয়পুর কীরিট বিক্রম ইনস্টিটিউশনের ইউআরসি হলে অনুষ্ঠিত হয় মাতাবাড়ি এবং টেপানিয়া ব্লক লেবেল কুকিং কম্পিটিশন।কুকিং কম্পিটিশনের মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া এবং টেপানিয়া ব্লকের বিদ্যালয় বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগন সিং মলসম। উপস্থিত ছিলেন কীরিট বিক্রম ইনস্টিটিউশনের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক শিবু রঞ্জন দেব ,উদয়পুর রমেশ স্কুলের এস এম সি কমিটির সদস্য চম্পা দাস সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।এখানে উল্লেখ থাকে যে গত ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মাতাবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত গর্জি বাজার সিআরসি ,পি কে সি পারা সিআরসি ,চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসি, গামারিয়া সিআরসি এবং রাজনগর সিএসসির কুকিং কম্পিটিশনে যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছিল তাদের মধ্যে আজকে অনুষ্ঠিত হয় মাতাবাড়ি ব্লক লেবেল কুকিং কম্পিটিশন।ভারত সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় মুখি করার জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই খাবারের গুণগতমান ,পুষ্টি বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভোজন মাতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পুশন শক্তি নির্মাণ প্রকল্পে বিদ্যালয় স্তরে মিড ডে মিলের কুক কাম হেল্পারদের মধ্যে কুকিং কম্পিটিশন চালু করা হয়। মাতাবাড়ি ব্লক লেবেলে কুকিং কমপিটিশানে প্রথম হয় গর্জি সদরপাড়া স্কুলের ঝুমা দেব, দ্বিতীয় সুখ সাগরজলা জিবি স্কুলের ঝর্না শুক্ল দাস এবং তৃতীয় লক্ষ্মীপতি এস বি স্কুলের চিনু রানী দাস। টেপানিয়া ব্লক লেভেল কুকিং কম্পিটিশনে প্রথম হয়েছে শালগড়া জুনিয়র মাদ্রাসার বিলকিস বেগম, দ্বিতীয় হয়েছে টেপানিয়া পিএমসি উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলা রানী সাহা, তৃতীয় হয়েছে বারো ভাইয়া মধ্যপাড়ায় এস বি স্কুলের মমতা দাস। কীরিট বিক্রম ইনস্টিটিউশনের সোমজিৎ ঘোষ এবং সৃজিতা সাহা এবং গোকুলপুর স্কুলের নয়ন দাস, তাজুল ইসলাম বিচারকের ভূমিকায় পালন করেন।যেহেতু মিড ডে মিল খাওয়া হয় নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের, তাই মুখ্য বিচারকের ভূমিকায় ছিলো উল্লিখিত শিক্ষার্থীরা।আজকের এই কুকিং কম্পিটিশনের যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে তারা কিছুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত জেলা স্তরের কুকিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবেন।সেখান থেকে যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হবেন তারা রাজ্যস্তরের কুকিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্যস্তর থেকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারীদের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের কুকিং কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করবেন। ।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টেপানিয়ার বিআরপি পৃথ্বীরাজ ধর ,উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের তপন দেবনাথ ,উত্তম চক্রবর্তী ,উৎপল সাহা এবং বাবন চক্রবর্তী।আজকের এই কুকিং কম্পিটিশনে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসির সিআরপি অপুরাম সরকার

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
সমস্ত স্কিম যাতে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি। এরই অংশ হিসেবে আজ এখানে এসটি এসসি সার্টিফিকেট, পিআরটিসি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরমধ্যে আপনারা সুখবর পেয়েছেন যে কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যের বিকাশের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় স্তরে ৭টি বিষয়ে সম্মানজনক জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে আমাদের রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। আমাদের সরকার যে সুশাসনের কার্যক্রম করছে এটাই একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ স্তরে সফলতার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তর ও গ্রামীণ স্বশাসিত সংস্থাগুলির কঠোর পরিশ্রম ও দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাদের কারনেই সাফল্য এসেছে। আগামীদিনেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। উন্নয়নের কোন সীমারেখা নেই। প্রধানমন্ত্রী মানেই উন্নয়ন। আমাদের সরকার সবসময় উন্নয়নের চেষ্টা করে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা করে থাকে। ত্রিপুরার রাবার, বাঁশ, বেত, আগর, আনারস ইত্যাদি সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমাদের জিএসডিপিকে বৃদ্ধি করতে হবে। অনেক রাজ্য থেকে আমাদের জিএসডিপি উপরের স্থানে রয়েছে। আর সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তাভাবনার কারণে। ডাঃ সাহা বলেন, মানুষের জন্যই আমরা সরকারে রয়েছি। আগের সরকার সমস্যা সমাধান না করে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করে সরকারে থাকতো। কিন্তু আমরা সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সরকারে থাকতে চায়। এখন পর্যন্ত এই সরকার ১৩ হাজারের উপরে সরকারি চাকরি প্রদান করেছে। এরমধ্যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রায় ৬ হাজার ৬৭ জন স্পেশাল এক্সিকিউটিভ পদে চাকরি দেওয়া হবে। গতকাল প্রায় চার ঘণ্টা ধরে দুই জেলার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করি। আগামীতে অন্যান্য জেলার বিধায়কদের নিয়েও বৈঠক হবে। মূলত, জনগনের কল্যাণে প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক কিশোর বর্মন, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন স্বপন কুমার দাস, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের হাতে বাই সাইকেল প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া মৎস্য সম্পদ যোজনা, পিএমইজিপি, আয়ুষ্মান সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বেনিফিসিয়ারিদের হাতে তুলে দেন তিনি। এলাকার বহু মানুষের হাতে এদিন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হয়।

অরুণাচলের পাসিঘাট বাজারে বিধ্বংসী আগুন ভস্ম শতাধিক দোকান

পাসিঘাট (অরুণাচল প্রদেশ), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাটে আইজিজে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সংলগ্ন এবং বিমানবন্দর এলাকায় সবজি-বাজারে সংঘটিত বিধ্বংসী আগুনে শতাধিক দোকান ভস্ম হয়ে গেছে। বুধবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ আগুনের সূত্রপাত বলে জানা গেছে। দমকলবাহিনীর প্রায় তিনঘণ্টার কসরতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও ইতিমধ্যে বাজারের ১০৮টি দোকানপাট জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে দোকানে মজুত শাকসবজি।অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ওলাক আপাঙের ইলেক্ট্রিক্যাল এবং পিএইচইডির অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যান, থানা থেকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওসি এবং পর্যাপ্ত ইঞ্জিন ও জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (ডিডিএম) নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ওসি।আগুন লাগার কারণ নিরূপণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে জেলা প্রশাসন একটি বোর্ড গঠন করে দিয়েছে। আজ বোর্ডের সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত বাজার এলাকা পরিদর্শন করেছেন। শাকসবজি, মশলা, ফলমূল, পোশাক, মুদি এবং জুতোর মতো সামগ্রীর দোকানদার তথা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বোর্ডের সদস্যরা দেখা করে কথা বলেছেন। সরকারের কাছ থেকে দ্রুত ত্রাণ সহায়তার জন্য ডিডিএমও-অফিসে ট্রেডিং লাইসেন্স, ব্যাংকের পাসবুক এবং আধার কার্ড সহ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বোর্ড কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্তদের নির্দেশ দিয়েছেন।ভস্মীভূত বাজার পরিদর্শন করে বোর্ড কর্মকর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন আগুনের সূত্রপাত।

সন্ত্রাসবাদী তহবিল মামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় এনআইএ—র অভিযান

অনন্তনাগ, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী তহবিল মামলায় বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। জানা গেছে, এখনও অভিযান চলছে।জানা গেছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা, রিয়াসি, বদগাম এবং অনন্তনাগ জেলা-সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায় এনআইএ। উল্লেখ্য, সন্ত্রাসবাদী তহবিল মামলায় জম্মু ও কাশ্মীর-সহ ৪টি রাজ্যের ১৯ জায়গায় এদিন অভিযান চালায় এনআইএ। অভিযান জারি আছে বলে জানা গেছে।

সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি কংগ্রেসের কোনও সম্মান নেই : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় নাড্ডা বলেছেন, 'ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, সাংবিধানিক ব্যবস্থা অথবা সংসদীয় অনুশীলনের প্রতি কংগ্রেসের কোনও সম্মান নেই।'
নাড্ডা আরও বলেছেন, 'গতকাল তারা যে সংবাদ সম্মেলন করেছে, তা মূল বিষয়গুলি থেকে দেশের মনোযোগ সরানোর প্রচেষ্টা। যেমনটি আমি গতকাল উল্লেখ করেছি। দেশ জানতে চায় কংগ্রেস দলের সবচেয়ে প্রবীণ নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সোরোসের সম্পর্ক কী।'

ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ ! পুঞ্চে পাকড়াও পিওকে-র বাসিন্দা

পুঞ্চ, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করায় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল ওই ব্যক্তি। জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম - সালিক।বৃহস্পতিবার সকালে পুঞ্চ পুলিশ জানিয়েছে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতে অনুপ্রবেশ করায় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ বিরোধীদের পাল্টা তোপ শাসক শিবিরের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): আদানি ঘুষ-কাণ্ডে বিরোধীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা-সহ বহু সাংসদ। 'দেশ বিক্রি হতে দেব না', এই স্লোগান তোলেন তাঁরা।পাল্টা বিরোধীদের নিশানা করেছে শাসক শিবির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

প্রাঙ্গন

ক্রীড়াক্ষেত্রে ত্রিপুরার পরিচয় আজ জাতীয়স্তরে বিশেষভাবে সমাদৃত: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: ক্রীড়াক্ষেত্রে ত্রিপুরার পরিচয় আজ জাতীয়স্তরে বিশেষভাবে সমাদৃত। পরিকাঠামোর উন্নতির সাথে সাথে খেলোয়াড়দের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পালক জুড়ছে ত্রিপুরার মুকুটে। জুডো খেলার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শৃঙ্খলাপরায়ন হওয়া যায়।

বৃহস্পতিবার আগরতলার নেতাজী চৌমুহনী সংলগ্ন এনএসআরসিসিতে আয়োজিত ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমসের অনূর্ধ ১৭ মেয়েদের জুডো ইভেন্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তর ত্রিপুরা সরকার ও ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে এই জাতীয় আসরের আয়োজন করায় আমি দপ্তরের মন্ত্রী ও তার টিমকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে উপস্থিত থাকার জন্যও তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এখানে আসতে পেরে আমি খুবই খুশি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি এখানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাই। জুডো এমন একটি খেলা যেখানে শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলে। রাজ্যে এই আসরের আয়োজন করতে সুযোগ দেওয়ায় আমি স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ জানাই। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, প্রতি বছর স্কুল স্তরের জাতীয় আসরে জুডোতে ত্রিপুরা পদক অর্জন করছে। স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই ব্লক স্তর থেকে রাজ্যভিত্তিক খেলার আয়োজন করা হয়। অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আর এখন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে এই জুডো ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। তাই এবারের জাতীয় আসরেও রাজ্যের খেলোয়াড়েরা একাধিক পদক অর্জন করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পানিসাগর, খুমুলুঙ, এনএসআরসিসিতে জুডো প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জুডো আসরে অংশ নিতে আসা প্রতিযোগী, তাদের অভিভাবক, কোচ সহ সকলকে ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য আয়োজকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। কার্যক্রমের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত থেকে সকল প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি জাতীয় স্তরে পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজ্যের কৃতি খেলোয়াড় ও প্রাক্তন ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই জাতীয় আসরে দেশের প্রায় ২৭টি রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। চারদিন ব্যাপী এই জাতীয় গেমসের আসর চলবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

জাতীয় স্কুল গেমস জুডো আসরে ঝুমা ইন্দ্রানীর হাত ধরে দুটি পদক ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনে দুটি ব্রোঞ্জ পদক ত্রিপুরার। জাতীয় স্কুল গেমস আসর থেকে রাজ্যের প্রথম পদক ঝুমা আক্তারের হাত ধরে। ৪০ কেজি বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করার মধ্য দিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ঝুমা। একইভাবে ৪৪ কেজি বিভাগে ত্রিপুরার ইন্দ্রানী দাস তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০২৪ বালিকাদের অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে জুডো ইভেন্টের আসর বসেছে আগরতলার এনএসআরসিসি-র ইনডোর হল-এ। আজ, বৃহস্পতিবার বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বের পর প্রতিযোগিতা শুরু হলে ওজন ভিত্তিক অনূর্ধ ৩৬, অনূর্ধ ৪০ এবং অনূর্ধ ৪৪ কেজি বিভাগের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। অনূর্ধ ৩৬ কেজি বিভাগে মহারাষ্ট্রের স্নেহাল ধোরে স্বর্ণ, দিল্লির কনক তোকাশ রৌপ্য, তামিলনাড়ুর সওমিয়া ভি এবং গুজরাটের তাবিয়া প্রীতিবেন ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ ৪০ কেজি বিভাগে রাজস্থানের তানিয়া রাঠোর স্বর্ণ, ছত্রিশগড়ের হেমবতি নাগ রৌপ্য, ত্রিপুরার ঝুমা আক্তার ও হিমাচল প্রদেশের কৃতিকা সোনি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ ৪৪ কেজি বিভাগে গুজরাটের মাকওয়ানা দিব্যাবেন স্বর্ণ, পশ্চিমবঙ্গের স্মিতা পাল রৌপ্য, হিমাচল প্রদেশের অঙ্কিতা ঠাকুর ও ত্রিপুরার ইন্দ্রানী দাস ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

উল্লেখ্য বেলা দেড়টায় বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাক্তার) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, দপ্তরের সচিব ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় স্কুল গেমসের ৬৫, ৬৬ ও ৬৭তম আসরে বিভিন্ন পুরস্কার বিজয়ী রাজ্যের ১০ জন খেলোয়াড় এবং খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের ষষ্ঠ আসর পর্যন্ত বিভিন্ন পুরস্কার বিজয়ী রাজ্যের চারজন খেলোয়াড় কে সংবর্ধিত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, ২৭ টি রাজ্য এবং চারটি জুডো সংস্থার মোট ২৫৪ জন জুডোকা এবারকার আসরে অংশ নিয়েছেন। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। ঐদিন বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

সিনিয়র মহিলা জাতীয় ক্রিকেটে রাজস্থানকে এক রানে হারিয়ে রোমাঞ্চকর জয় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রোমাঞ্চকর জয় ত্রিপুরার। তাও রাজস্থানের বিরুদ্ধে। শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে এক রানে জয় ছিনিয়ে ত্রিপুরা এখন পয়েন্ট তালিকায় রাজস্থানকেও টপকে উপরে উঠে এসেছে। প্রথম ম্যাচে চন্ডিগড় এর কাছে ৪ উইকেটে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে পন্ডিচেরিকে ১৩৫ রানে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ত্রিপুরা। তৃতীয় ম্যাচে বেঙ্গল এর কাছে ৫ উইকেটে ফের পরাজিত হওয়ার পর আজ, বৃহস্পতিবার পুনরায় জয়ের স্বাদ পেয়েছে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গুজরাটের লাহিলে চৌধুরী বংশিলাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে রাজস্থান দল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ত্রিপুরা নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার ৬ বল বাকি থাকতে ১৫৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক তামান্না নিগমের ৩৮ রান, শিউলি চক্রবর্তীর ৩২ রান, রেশমা নায়েকের ২৬ রান, মৌচৈতি দেবনাথ এর ২০ রান উল্লেখ করার মতো। রাজস্থানের বোলার এসপি শর্মা তিনটি এবং কালাল ও শানু দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রাজস্থান সমান্তরাল ভাবে জয়ের লক্ষ্যে এগোতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৫৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রাজ্য দলের বোলার পূজা দাস ১৬ রানে চারটি এবং আর মানে ৩১ রানে চারটি উইকেট দখল করে, দলের জয়ের পেছনে অন্যতম ভূমিকা নেয়। অন্নপূর্ণা দাস পেয়েছে একটি উইকেট। রাজ্য দলের বোলার ও ফিল্ডারদের দৃঢ়তাপূর্ণ লড়াইয়ে এক রানে রোমাঞ্চকর জয় পায়। রাজস্থানের ওপেনার কানুয়ার সর্বাধিক ৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল। এইই গ্রুপের অন্য খেলায় চন্ডিগড় পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে পন্ডিচেরি কে এবং বেঙ্গল নয় উইকেটের ব্যবধানে মেঘালয় কে পরাজিত করেছে।

হরমনদের ব্যর্থতায় তৃতীয় ম্যাচেও

তৃতীয় এক দিনের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে গেলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২৯৮ রান করেন তাহিলা ম্যাকগ্রার দল। জবাবে ৪৫.১ ওভারে ২১৫ রানে শেষ ভারতের ইনিংস। বুধবার ৮৩ রানে হারায় তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ ০-৩ ব্যবধানে হারলেন হরমনপ্রীতেরা। কাজে এল না স্মৃতি মন্ধানার শতরান এবং অরুন্ধতী রেড্ডির ৪ উইকেট।

পার্থের নতুন অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৯৫ রানে জয় পেয়েছিল যশপ্রীত বুমরার দল। সেখানকার পুরনো স্টেডিয়াম ওয়াকায় জিততে পারলেন না হরমনপ্রীতেরা। প্রথম দু’টি ম্যাচ জেতায় এক দিনের সিরিজ জয় আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছিল অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। বুধবার ছিল ভারতীয় মহিলা দলের কাছে সম্মানের লড়াই। কিন্তু ফলাফল একই থাকল।

টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলেও লাভ কিছু হয়নি। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের ৯৫ বলে ১১০ রানের ইনিংসের (৯টি চার এবং ৪টি ছয়) সুবাদে বড় রান তোলে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে দলকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে প্রয়োজনীয় জুটি গড়ে তোলেন ছ’নম্বরে নামা অ্যাশলে গার্ডনার (৬৪ বলে ৫০) এবং সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামা অধিনায়ক ম্যাকগ্রা (৫০ বলে অপরাজিত ৫৬)। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে গার্ডনারকে নিয়ে ৯৬ রানের জুটি তৈরি করেন সাদারল্যান্ড। আর ষষ্ঠ উইকেটে ম্যাকগ্রার সঙ্গে তাঁর জুটি ১২২ রানের। অথচ একটা সময় সুবিধাজনক জায়গায় ছিল ভারতই। ১০ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ৫৮ রান করা অস্ট্রেলিয়া ১৬.১ ওভারে ৭৮ রানে ৪ উইকেট হারায় তারা। দুই ওপেনার ফোবে লিচফিল্ড ২৫ এবং জিওর্জিয়া ভোল ২৬ রান করেন। ভারতের সফলতম বোলার অরুন্ধতী ২৬ রানে ৪ উইকেট নেন। আর কেউই অসি ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারেননি। জয়ের জন্য ২৯৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে কখনই স্বচ্ছন্দে ছিল না ভারতীয় ইনিংস। ব্যাট হাতে একাই লড়াই করলেন মন্ধানা। ২২ গজে কাউকে পেলেন না সঙ্গী হিসাবে। পিচের এক দিক আগলে তিনি ১০৯ বলে ১০৫ রানের ইনিংস (১৪টি চার এবং ১টি ছয়) খেললেও অন্য প্রান্তে ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারিয়েছে ভারত। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে এক ক্যালেন্ডার বছরে চারটি শতরান করার নজির গড়লেন তিনি। কিছুটা চেষ্টা করলেন তিন নম্বরে নামা হারলিন দেওল। তিনি ৬৪ বলে ৩৯ রান করেন। ওপেন করতে নেমে ব্যর্থ রিচা ঘোষ (২)। চার নম্বরে নেমে দলের চাপ বাড়ালেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত (১২)। জেমাইমা রড্রিগেজের ব্যাট থেকে এসেছে ১৬ রানের ইনিংস। আর কেউ দু’অঙ্কের রানও করতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার গার্ডনার ৩০ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ২৬ রানে ২ উইকেট মেগান শাটের। ২৭ রান দিয়ে ২ উইকেট আলানা কিংয়ের।

ওয়ানডে নয়, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নাটক যেন শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। হাইব্রিড মডেল একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেলেও, তার বিস্তারিত বিবরণ কীরকম হবে, তা প্রকাশ্যে আসেনি। সূচি নিয়েও জলঘোলা অব্যাহত। এবার শুরু নতুন জল্পনা। ওয়ানডে নয়, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। চর্চায় উঠে আসছে এই নয়া সম্ভাবনা।

সাধারণত কোনও টুর্নামেন্ট শুরুর অন্তত ১০০ দিন আগে সূচি প্রকাশ করে আইসিসি। কিন্তু পাকিস্তানের টালবাহানার জন্য এখনও সেটা করা যায়নি। এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু ৫০ ওভারের এই প্রতিযোগিতা। নভেম্বর পার করে ডিসেম্বর চলে এসেছে। কিন্তু হাইব্রিড মডেল নিয়ে এখনও ঝুলিয়ে রেখেছে পাক বোর্ড। একাধিক বৈঠক করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।

আর সেখানেই নয়া জল্পনা। একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যেহেতু সূচিপ্রকাশ থেকে অন্যান্য ব্যবস্থাপনা, সব ক্ষেত্রেই ক্রমাগত দেরি হচ্ছে, তাই আইসিসি বাধ্য হতে পারে, ওয়ানডে-র বদলে এই টুর্নামেন্ট টি-টোয়েন্টিতে নিয়ে যেতে। তবে পুরো বিষয়টিই জল্পনার স্তরে। যে টুর্নামেন্ট আয়োজন নিয়ে এত শোরগোল, তার ফরম্যাট এভাবে আদৌ বদলাবে কিনা, তা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের বিষয়।

মহিলা অনূর্ধ - ১৫ একদিনের ট্রফিতে কর্ণাটককে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলা

জয়পুর, ১২ ডিসেম্বর(হি. স.) : মহিলা অনূর্ধ - ১৫ একদিনের ট্রফি ক্রিকেটে অসাধারণভাবে জয়ী বাংলা। কর্ণাটককে ৩ উইকেটে হারিয়ে এই মুহূর্তে বাংলা সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। আগামী রবিবার শেষ চারে পৌঁছতে পরবর্তী পর্যায়ের লড়াইয়ে নামছে বাংলা। বৃহস্পতিবারের জয় প্রথমত বোলারদের দাপটে। রেমনদিনা খাতুন ২৬ রানে ৩টি উইকেট ও দেবযানী দাস ৩৫ রানে ২টি উইকেট তুলেছে। দ্বিতীয়ত ব্যাটিংয়েও সফলতার পরিচয় মেলে। সামনের সারিতে থেকেই নেতৃত্বে স্নিগ্ধা পাত্র সর্বাধিক ৬৪ রান করতে ৮২ টি সে বল খেলেছে। যদিও প্রথম ব্যাটিং কর্ণাটকের। তাদের দলগত স্কোর ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৪ রান। বাংলার সন্দীপ্তা ও স্নিগ্ধা একটি করে উইকেট তুলে নেয় ঝুলিতে। এর পাল্টা জবাবে বাংলা দলের সংগ্রহ ৩৪.১ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৫ রান। সুদূর জয়পুরে রুদ্ধশ্বাস এই জয়।

আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ২০৩২ ব্রিসবেন অলিম্পিকের আয়োজক কমিটির সাথে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন

ব্রিসবেন, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : নতুন আইসিসি সভাপতি জয় শাহ গ্রীষ্মকালীন গেমসে খেলাধুলার সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে বৃহস্পতিবার ২০৩২ ব্রিসবেন অলিম্পিক আয়োজক কমিটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছেন। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস গেমসে ক্রিকেট ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরে আসবে কিন্তু ব্রিসবেনে ২০৩২ সংস্করণের জন্য এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে আয়োজক কমিটির সাথে একটি মিটিংয়ের পর জয় শাহ ভিজ্যুয়াল সহ এক্স-এ পোস্ট এর মাধ্যমে একথা জানিয়েছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্রিসবেন ২০৩২ আয়োজক কমিটির প্রধান সিন্ডি হুক এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলি।

বিশ্বকাপ নিয়ে বিতর্কে ফিফা

২০৩০ এবং ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক কারা, তা সরকারি ভাবে স্থির হবে আজ, বুধবার ফিফা কংগ্রেসে ভোটাভুটির মাধ্যমে।

ঘোষিত না হলেও যা ইঙ্গিত মিলেছে, তাতে ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ যৌথ ভাবে আয়োজন করবে মরক্কো, স্পেন এবং পর্তুগাল। ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ একক ভাবে আয়োজন করবে সৌদি আরব। আর তা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ হয় উরুগুয়েতে। তাই বিশ্বকাপ ফুটবলের শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ যুগ্ম ভাবে আয়োজনের দাবি জানিয়েছিল উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি এবং প্যারাগুয়ে। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে ফিফা গুরুত্ব দিয়েছিল মরক্কো, স্পেন এবং পর্তুগালের দাবিকে। বিতর্ক আরও বেড়েছে একক ভাবে ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের দাবিকে ফিফা প্রাধান্য দেওয়ায়। মঙ্গলবার নরওয়ে ফুটবল সংস্থা এক বিবৃতিতে জানিয়ে দেয়, তারা এই বিষয়ে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “প্রথমত ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে একমাত্র সৌদি আরব দাবি জানিয়েছে, সেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্বচ্ছ নয়। দ্বিতীয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছে সৌদি আরব।

আন্তর্জাতিক মানের ব্যাডমিন্টন একাডেমী খুলে অসাধারণ নজীর গড়েছেন অনুভা পাল চৌধুরী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অসাধারণ উদ্যোগ। খেলোয়ার জীবনের পর কর্মজীবনেও প্রশংসনীয় প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার পর, এখন অবসর সময়েও অভাবনীয় এক উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন তারকা শাটলার তথা প্রথিতযশা কোচ অনুভা পাল চৌধুরী। খেলোয়ার জীবন এবং ৩২ বছরের কর্মজীবনে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ, প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা খরচ করে সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে শহর অনতি দূরে রেশম বাগানের সন্নিকটে গড়ে তুলেছেন ’অনুভা ব্যাডমিন্টন একাডেমি’। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে মাহেন্দ্রক্ষণ দেখে পূজার্চনার মধ্য দিয়ে এর গৃহ প্রবেশ পর্ব সম্পন্ন হলেও হার্ড কোর্টে সিনথেটিক ম্যাট বসানোর কাজ এবং কোর্ট চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করতে আরও প্রায় দুই সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন। ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক ম্যাট একাডেমিতে পৌঁছে গেছে।

তবে আন্তর্জাতিক মানের ব্যাডমিন্টন কোর্টের রূপ দিতে দিয়ে আগামী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে এর দারোদ্ঘাটন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হবে বলে একাডেমির কর্ণধার অনুভা পাল চৌধুরী ব্যক্ত করেন। খেলোয়াররা অত্যন্ত ন্যায্য পরিমাণে ফি-র বিনিময়ে সেখানে ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। একই কমপ্লেক্সে আগামী বছরখানেকের মধ্যে শাটলারদের উপযোগী করে অত্যাধুনিক সুইমিং পুলের ব্যবস্থাদিও চালু করছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। সামগ্রিক বিষয়ে তিনি ক্রীড়াপ্রেমী প্রত্যেকের সানুরাগ সহযোগিতা চেয়েছেন। এ ধরনের আন্তর্জাতিক মানের ব্যাডমিন্টন একাডেমি কে চালিয়ে নিতে গেলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে তিনি বহি:রাজ্য থেকে প্রখ্যাত কোচদের এনেও সাময়িক সময়ের জন্য এখানকার শাটলারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া, প্রয়োজনে ওনি রাজ্যের খ্যাতনামা সিনিয়র কোচদেরও সহযোগিতা চাইবেন বলে উল্লেখ করেছেন।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : মিজোরামেরকে সরাসরি হারানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ত্রিপুরার। তাও ৪৬ রানে লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও একটু বেশি রান করে মোট ২৫০ রানের টার্গেট রেখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পরে অবশ্যই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে ত্রিপুরা দলের বোলারদের। কেননা, ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে প্রতিপক্ষ মিজোরাম থেকে ২০০ রানে এগিয়ে রয়েছে। আগামীকাল আরও কিছুটা রান জুড়ে ইনিংস ঘোষণা করে দিতে পারে ত্রিপুরা। ত্রিপুরার লক্ষ্য সরাসরি জয় ছিনিয়ে নেওয়া। এর জন্য আগামীকাল (শুক্রবার) ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে মিজোরামের উইকেট দখল নিতে হবে। ত্রিপুরার বোলারদের। ১৪১ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যাওয়া মিজোরাম দলকে একইভাবে আটকাতে পারলেই ত্রিপুরা দল সরাসরি জয় পাবে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৬ তিন দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে মিজোরাম ২০ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ৪৮.৫ ওভার খেলে বাকি নয় উইকেট হারিয়ে ১২১ রান যোগ করে মোট ১৪১-এ ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়।

দলের পক্ষে চুয়াং কিমার অপরাজিত ৫১ রান সর্বাধিক ছিল। রাজ্য দলের বোলার শুভদীপ পাল ৩২ রানে চারটি এবং কিষান সরকার ৪১ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। ৪৬ রানে এগিয়ে থেকে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৯ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান সংগ্রহ করে।

ওপেনার মৈনাক সাহা ৪১ রানে এবং অধিনায়ক রাজদীপ দেবনাথ ৬৯ রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরলেও সিদ্ধার্থ দেবনাথ ২২ রানে এবং সন্দীপন দাস ৯ রানে উইকেটে রয়েছে। প্লেট গ্রুপের অন্য খেলায় নাগাল্যান্ড ইনিংস সহ ৯১ রানের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করেছে। অপর ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে সিকিম ইনিংস পরাজয় এড়াতে লড়ছে।

কামব্যাকে নয়া অস্ত্রে শান কোহলির

অ্যাডিলেডে হারার পর কামব্যাকের জন্য মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির ফলাফল বর্তমানে ১-১। পরের লড়াই ব্রিসবেনে। যে গাব্বায় গতবার তেরঙ্গা উড়িয়ে এসেছিলেন ঋষভ পন্থরা। ভেঙেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ‘অহংকার’। সেখানে নামার আগে রোহিত-গম্ভীরদের পরামর্শ দিলেন চেতেশ্বর পূজারা। অন্যদিকে বিরাট কোহলির নয়া পরিকল্পনা ফাঁস করলেন হরভজন সিং।

অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে হেরেছে ভারত। ব্যাটে-বলে টেক্কা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। গাব্বার লড়াইয়ের আগে চেতেশ্বর পূজারা মনে করেন, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া উচিত। সেই জায়গায় ফেরানো দরকার ওয়াশিংটন সুন্দরকে। পূজারার বক্তব্য, “আমার মতে একটাই পরিবর্তন আসা উচিত। যেহেতু ব্যাটিং ভালো হয়নি, তাই অশ্বিনের জায়গায় ওয়াশিংটন সুন্দরের আসা দরকার।” আর হর্ষিত রানা? অ্যাডিলেডে তাঁর বোলিং একেবারেই নজর কাড়েনি। পূজারা অবশ্য তরুণ পেসারের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন, “হর্ষিত রানার জায়গায় অন্য কাউকে আনার দরকার নেই। তুমি ওকে সমর্থন জুগিয়েছ। আর প্রথম টেস্টে ও যথেষ্ট ভালো খেলেছে। একটা ম্যাচ খারাপ খেলেছে বলেই, হর্ষিতকে বাদ দেওয়া যায় না।” অন্যদিকে প্রথম টেস্টে সফল হলেও অ্যাডিলেডে রান পাননি কোহলি। সেই দুর্বলতা কাটাতে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন তিনি। কী পরিবর্তন এসেছে কোহলির ব্যাটিংয়ে? হরভজন বলছেন, “বিরাট ফ্রন্ট ফুটের প্লেয়ার। ভারতের মাটির বাউন্স সামলানোর জন্য সেটাই অস্ত্র। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বাউন্স সামলাতে হলে ব্যাকফুটে ভালো খেলতে হবে। আজ দেখলাম ও ব্যাকফুটে প্রচুর বল খেলছে। গাব্বায় এই ধরনের বলের মোকাবিলা করতে হবে। সেটার জন্যই চেষ্টা করছে বিরাট।”

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বয়কট করো’, বার্তা প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের

: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নাটক এখনও ফুরোয়নি। পাকিস্তান হাইব্রিড মডেলে এখনও নিমরাজি। জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়ায় পিসিবি চাপে পড়েছে আরও। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার রশিদ লতিফের গলায়। তিনি জানালেন, বিসিসিআইয়ের পদক্ষেপ নেওয়ার আগে পিসিবি-র উচিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বয়কট করা। পাকভূমে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল ভারত। অন্যদিকে, হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পাকিস্তান একেবারেই রাজি ছিল না। কিন্তু আইসিসির লাগাতার চাপে হার মানতে হয়েছিল পিসিবি। দিন কয়েক আগেই জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দুবাইয়ের অফিস পরিদর্শনে যান। তার পরেই সূত্র মারফত জানা যায়, সবপক্ষের সম্মতিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হবে পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। ভারত দুবাইয়ে ম্যাচ খেলবে।

অর্থাৎ বিসিসিআইয়ের চাপে যে কাজ হয়েছিল, তা একপ্রকার স্পষ্ট। তাতেও হার মানতে রাজি নয় পিসিবি। এবার প্রাক্তন পাক তারকা রশিদ লতিফের বক্তব্য, “পাকিস্তানেরই উচিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বয়কট করা। বিসিসিআই কোনও পদক্ষেপ করার আগে পিসিবির উচিত বয়কট করা। বার বার আমাদের উপরে কোপ নেমে আসছে। সেটা ক্রিকেটে হোক বা আফগানিস্তানের যুদ্ধে। আসলে পিসিবি, এসিবি আর আইসিসির অবস্থা একই রকম। বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা কারওর। সবাই মিলে এখন পাকিস্তানকে সামনে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যদি ভারত বয়কট করে দেয়, তাহলে আমরা কোথায় যাব?’’ এমনিতেই হাইব্রিড মডেলের জন্য নতুন শর্ত চাপাতে চাইছে পাক বোর্ড। তাদের দাবি, আইসিসিকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে ভারতের মাটিতে আয়োজিত টুর্নামেন্টগুলোতে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার অনুমতি পায় পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটা সময়ই বলবে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১০ বছর পর এক দিনের সিরিজ জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দীর্ঘ ১০ বছর পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনও এক দিনের সিরিজ জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মঙ্গলবার দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে তারা জিতল সাত উইকেটে। বলে জেডন সিলস, ব্যাটে ব্রেন্ডন কিং জেতালেন ক্যারিবিয়ানদের। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার পর থেকে দল গোছানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় তার প্রথম ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে।রবিবার যে পিচে খেলা হয়েছিল সেই পিচেই মঙ্গলবার খেলা হয়েছে। গড় স্কোর ৩০০। তবে প্রথম পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট নিয়ে সিলস বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। পরের দিকে এসে ক্রিজে জমে যাওয়া ব্যাটার মাহমুদুল্লাকে (৬২) ফেরান। ৯ ওভারে ২২ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ২২৭ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। রান তাড়া করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। দুই ওপেনার কিং এবং এভিন লিউইস ২১ ওভারেই ১০৯ রান তুলে দেন। লিউইস (৪৯) ফেরার পর কেসি কার্টির (৪৫) সঙ্গে জুটি বাধেন কিং। তিনি ৮২ রান করেছেন। শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জিতিয়ে দেন অধিনায়ক শে হোপ (অপরাজিত ১৭) এবং শেরফানে রাদারফোর্ড (অপরাজিত ২৪)।

ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি স্বশক্তিকরণে প্রাণী সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি সশক্তিকরনে প্রাণী সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাণীপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ তথা সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নতিতে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী বা এসএইচজি গ্রুপগুলোর সক্রিয় অংশ গ্রহন অত্যন্ত জরুরী। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের জিএসডিপি বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত এ-হেল্প প্রোগ্রামের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত দিশায় কাজ করছে। এ- হেল্প প্রকল্পের মাধ্যমে এখন দূরদূরান্তে থাকা পশুপাখিরাও স্বাস্থ্য পরিষেবায় পশু সখীদের মাধ্যমে উপকৃত হবে। আর এই বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ২০২১ এর ২লা সেপ্টেম্বর গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মধ্যস্থতায় পশুপালন ও দুগ্ধশিল্প দপ্তর এবং রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই চুক্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যরা যারা পশুসখী হিসেবে নিয়োজিত, তারা প্রাণী স্বাস্থ্যের প্রাথমিক পরিষেবা প্রদানে এক্রিডিটেড এজেন্ট ফর হেল এন্ড এক্সটেনশন অফ লাইভস্টক প্রোডাকশন এর স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পশু চিকিৎসা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে একটি ভেটেরিনারি কলেজ রয়েছে। সেখানে ফ্যাকাল্টির কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এই দপ্তরের কর্মীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পশু স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এ - হেল্প এর অধীনে স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসাবে পশুপালন কর্মীদের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে রাজ্যের পশু স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরো উন্নত করবে।

ডাঃ সাহা বলেন, এই প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের (টিআরএলএম) সাথে যুক্ত পশুপালন কর্মীরা স্বীকৃত এ-হেল্প প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবেন। রাজ্যের প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ন্যাশনাল ডায়েরি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বোর্ড এর সহায়তায় এই সমস্ত নির্বাচিত পশু-সখীদের ১৬ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে। প্রশিক্ষন পরবর্তীকালে সমস্ত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত পশু-সখীদের মাধ্যমে প্রাথমিক প্রাণী পরিষেবা একেবারে গ্রামীন স্তরের প্রাণী পালকদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি সঠিক প্রাণী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কৃত্রিম প্রজনন টিকাকরনের মত পরিষেবাগুলি স্থানীয় পশু চিকিৎসকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে করা হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি গ্রামের গবাদি পশুপাখীর পরিসংখ্যা নথিভুক্ত করা, পশুপাখীর জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখাও এ-হেল্প পশু সখীদের কাজে আসবে। এই প্রকল্পে পশু সখীরা গ্রামের প্রাণী পালকদের বিজ্ঞান সম্মত প্রাণী পরিচর্য্যা ও অন্যান্য প্রাণী পালক বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করবে।

এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সচিব দীপা ডি নায়ার সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

১৯৯৬ এর গণহত্যা, শহীদ স্মরণে সিপিএমকে তুলোধুনো করলেন অধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর : গোটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক দল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। আজ কল্যাণপুরের সোনার তরী মুক্ত মঞ্চের সামনে ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বরের ভয়াবহ গণহত্যা শহীদ স্মরণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এভাবেই সুর চড়ালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর কল্যাণপুর থানার ঢিলছড়া দূরত্ব বাজার কলোনিতে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এই গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন শিশু সহ ২৬ টা তাজা প্রাণের বিসর্জন হয়েছিল। বীভৎস গণহত্যার ২৮ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো ১২ই ডিসেম্বর এলে গোটা কল্যাণপুরের মানুষ কেঁদে ওঠে।

এদিকে, বাম জমানায় ২৬টা তাজা প্রাণের স্মরণে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা না হলেও বর্তমান শাসক দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রতিবছর ১২ ই ডিসেম্বর সকলকে সাথে নিয়ে শহীদ স্মরণে সমাবেশ করা হয়।

সমাবেশে বিশ্ববন্ধু সেন বাম জমানায় অপশাসন থেকে শুরু করে উগ্রবাদ কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। কমিউনিস্টরা যাতে আর কোনদিন ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে না আসতে পারে সেজন্য সকলকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান রাখেন তিনি। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সহ ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব সোমেন গোপ,অসীম দেবরায়, চয়ন রায়, ইন্দ্রানী দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ এর শুরুতেই সম্মানিত অতিথীরা সম্মিলিতভাবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং নীরবতা পালন করেন।

উপস্থিত প্রধান অতিথিগণ তাদের আলোচনা সম্ভাসবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিমত তুলে ধরেন। পাশাপাশি এও দাবি করেন এই সময়ের মধ্যে সরকার উন্নয়নকে হাতিয়ার করে মানুষের পাশে থাকার জন্য নিরন্তর ভাবে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

আজকের এই শহীদ স্মরণে সমাবেশে গোটা কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিজেপি মন্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মেঘলী পাড়া চা বাগানে নিষিদ্ধ হলো বনভোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম মানেই উৎসাহ উদ্দীপনায় বনভোজন। প্রতি বছরই দেখা যায় ইংরেজি বছরের শেষ লগ্নে কিংবা নতুন বছরের সূচনাতে রাজ্যের একটা বড় অংশের মানুষ মেতে উঠেন পিকনিকে। শিশু, কিশোর থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধা সব অংশের মানুষই শীতের এই সময়ে খানিকটা আনন্দে গা ভাসাতে শামিল হন পিকনিকে। বলা যেতে পারে, পিকনিকের আমেজ যেন দিন দিন বাড়ছে রাজ্যে। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে একটা ব্যতিক্রমী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। ইতিমধ্যেই একাংশের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পিকনিকের প্রস্তুতি। তবে এই পিকনিককে ঘিরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও কম নেই অতীতে। এরপরেও পিকনিকে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন মানুষ। পর্যটন কেন্দ্রগুলি ছাড়াও রাজ্যের বহু চা বাগান রয়েছে যেখানে এখন অঘোষিত পিকনিক স্পটে পরিণত হয়েছে। তেমনি একটি চা বাগান হল রানিরবাজার মেঘলি পাড়া চা বাগান।এই চা বাগানে পিকনিক করতে ছুটে যান রাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাংশ মানুষ। আর এতে করে একদিকে যেমন বাগানের ক্ষতি হচ্ছে, ঠিক তেমনি বাগান এলাকায় তৈরি হচ্ছে অস্বস্তিকর পরিবেশ। বিশেষ করে বাগানে পিকনিক করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাগান। তাতে করে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন বাগান কর্তৃপক্ষ। গত কয়েক বছর ধরে এই মেঘলি পাড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানে পিকনিক নিষিদ্ধ করলেও তাকে উপেক্ষা করে চলেছে একাংশ। তাতে আরো বেশি করে উদ্বিগ্ন বাগান কর্তৃপক্ষ।তাই বিগত দিনের মতো এবারও বাগান কর্তৃপক্ষ এই চা বাগানে নিষিদ্ধ করেছে পিকনিক। বাগান সুরক্ষার প্রশ্নে কেউ যাতে বাগানে পিকনিক করতে না আসে তার জন্য আহ্বান জানান কর্তৃপক্ষ। এরপরেও যদি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয় তাহলে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেন বাগান কর্তৃপক্ষ।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরব এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর : বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আজ এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে এবিভিপি। আজ সংগঠনের তরফ থেকে কলেজের অধ্যাপকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক ছাত্র নেতা বলেন, কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের একটি মূর্তি স্থাপন করা। তাছাড়া, দীর্ঘ দিন ধরে কলেজে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় পত্র প্রদান করা হচ্ছে না। এছাড়া কলেজে নেই পর্য্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবসা। তার মধ্যে কলেজের শৌচালয়ের বেহাল দশা। তারাঁ আরও অভিযোগ করেন, কলেজের শৌচালয়ের দূর্গন্ধে কারণে সমস্যা হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের। তাই অতিসত্বর সমস্যা সমাধানের জন্য কলেজ অধ্যাপকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। অতিসত্বর তাদের দাবি পূরণ করা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন।

উত্তরাখণ্ডে ৫০টি নতুন যোগ ও সুস্থতা কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে : পুষ্কর সিং ধামি

দেহরাদুন, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বৃহস্পতিবার বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেস ও আরোগ্য এক্সপো ২০২৪-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। দেহরাদুনের প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেস ও আরোগ্য এক্সপো ২০২৪-এর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। উদ্বোধনী বক্তৃতায় আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন, এই অনুষ্ঠানটি আয়ুর্বেদিক অনুশীলনে গবেষণা, উন্নয়ন এবং নতুন আবিষ্কারের অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসাবে কাজ করবে। ১০-তম বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেস এবং আরোগ্য এক্সপোর উদ্বোধন করে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'আয়ুষের উপর ভিত্তি করে ৩০০টিরও বেশি আয়ুষ্মান আরোগ্য কেন্দ্র আমাদের রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ৭০টিরও বেশি বিশেষজ্ঞ ই-সঞ্জীবনী পোর্টালের মাধ্যমে আয়ুষ পরামর্শ প্রদান করছেন। আমরা প্রতিটি জেলায় একটি করে গ্রামকে আয়ুষ মডেল গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আয়ুর্বেদিক ভেষজ উৎপাদনের প্রচার করছি।আয়ুষের টেলিকনসালটেশনের পাশাপাশি, আমরা রাজ্যে ৫০টি নতুন যোগ ও সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যও কাজ করছি।'

দাবি আদায়ে আন্দোলনে নামছে ধর্মনগর রেল ডেভেলপমেন্ট কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ ডিসেম্বর : ধর্মনগরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতেও নানা পরিবর্তন এলেও এই শহরবাসীর প্রতীক্ষিত রেল ডিভিশনের দাবি আজও অধরা। এদিকে, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত দাবি আদায়ে "ডু অর ডাই" আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে রেল ডিভিশন ডিমান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি।

প্রসঙ্গত, ধর্মনগরের ইতিহাসে রেলপথের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। আসামের তিলভূম থেকে চুরাইবাড়ি হয়ে রেলপথ রাজ্যের প্রবেশদ্বার ধর্মনগরে পৌঁছায়। এই শহরেই স্থাপিত হয় রাজ্যের প্রথম রেল স্টেশন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেল স্টেশনটি এখনও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ছোঁয়া পায়নি। ধর্মনগরবাসীর এই আক্ষেপ ও হতাশা মেটাতে ৯০-এর দশকে গঠিত হয়েছিল রেল ডিভিশন ডিমান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি। এটি ছিল একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, যার মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মনগর এবং আশপাশের এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

বর্তমানে ওই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা, যেমনকন্দোব্য ভট্টাচার্য, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি রনজয় দেব, জেলা কংগ্রেস সভাপতি অ্যাডভোকেট অজিত দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক রাধাকান্ত নাথ ও মলয় দেব, শিক্ষক নেতা বাপ্পি দে, হিমাংশু পাল প্রমুখ।

এদিকে, ১৯৯৪ সাল থেকে ২০২৪এই তিন দশকে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু ধর্মনগরবাসীর প্রতীক্ষিত রেল ডিভিশনের দাবি আজও অধরা। ধর্মনগরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতেও এসেছে নানা পরিবর্তন। বহু রাজনৈতিক নেতা ধর্মনগরের উন্নয়ন এবং দাবিদাওয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করেছেন। অথচ এলাকাবাসীর মনের প্রশ্ন রয়ে গেছেআসল উন্নয়ন কি আদৌ হয়েছে?

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বিজেপি-র রাজ্য পর্যবেক্ষক সুনীল দেওধর ধর্মনগরের একটি সমাবেশে রেল ডিভিশন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার প্রায় আট বছর পরও এই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এদিকে, ধর্মনগরের জনপ্রতিনিধিদের নিষ্ক্রিয়তা এবং সরকারের উদাসীনতায় শহরের জনগণের মধ্যে হতাশা আরও বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে রেল ডিভিশন ডিমান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এই কমিটির কর্মকর্তারা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলেন এবং আগামী ১৫ ডিসেম্বর একটি পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন। উক্ত বৈঠকে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং চূড়ান্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে বলে জানান তারা।

এদিকে, সংগঠনের জনৈক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এবার তারা দাবি আদায়ে "ডু অর ডাই" আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আন্দোলনের এই নতুন অধ্যায় ধর্মনগরের ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করবে, এই বিষয়ে আশাবাদী শহরের জনগণ।

শনিবার জাতীয় লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য উঠবে ১৮০৫৪ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর : আগামী ১৪ই ডিসেম্বর, রাজ্যে বসছে এবছরের চতুর্থ জাতীয় লোক আদালত। এতে মোট ৪৫ টি বেঞ্চে ১৮,০৫৪ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে শনিবার সরকারি ছুটির দিনে এবছরের চতুর্থ লোক আদালত বসবে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ৩৩২ টি, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৩৫৫৭ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ১৩,১৩০ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১২৭ টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ১৮৬ টি মামলা, ক্রেতা স্বার্থ সংক্রান্ত ৪৪ টি মামলা, চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ৩টি, এবং দেওয়ানি সংক্রান্ত ১৩ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ওই দিন, ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে লোক আদালতের একটি বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে ২৫ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। আগরতলা আদালত চত্বরে লোক আদালতের ১০টি বেঞ্চ বসবে।

এদিকে, বিভিন্ন মামলার পক্ষ -বিপক্ষ/উভয় পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। লোক আদালতে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গত ৯ই আগস্ট থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে মামলার প্রি-কনসিলিয়েশন বা নিষ্পত্তির সুবিধা নিচ্ছেন। লোক আদালতে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন অধিকার মিত্র-রা (প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার)।

দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব শ্রীমতি ঝুমা দত্ত চৌধুরী আবেদন করেছেন।

রক্তদানের মাধ্যমে এনএসএস ক্যাম্পের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ ডিসেম্বর: রক্তদানের মাধ্যমে দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের এনএসএস ক্যাম্পের সমাপ্তি হল। দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের এন এস এস ইউনিট এর উদ্যোগে এনএনএস ক্যাম্পের সমাপনী দিনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় কলেজ ক্যাম্পাসে।এদিন প্রথমে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ খোকন মজুমদার, টিচার কাউন্সিলর সেক্রেটারি ডঃ বাবুরাম স্বামী, ছাত্র সংসদের নেতৃত্ব দেয় এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রাজীব দাস সহ অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা গন। এদিন প্রায় ৩০ জনের উপর রক্ত দাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় বলেন, রক্তদান মহৎ দান, রক্তের কোন বিকল্প নেই। এইধরনের সেবামূলক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজ সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। সমাজের ভালো ভালো কাজে বেশি বেশি করে অংশগ্রহণ করতে হবে সকলকে। বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ফটিকছড়া শিবিরের পরিবারকে জমির পাট্টা দানের দাবিতে ডেপুটেশন সিপিআইএম - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: পশ্চিম ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফটিকছড়া শিবিরের পরিবারগুলোকে পরিমাণ মতো জায়গার পাট্টা দেওয়ার জন্য এসডিএম এর নিকট দাবি জানিয়েছে ডেপুটেশন প্রদান করে সিপিআইএম।

পশ্চিম ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত ফটিকছড়া শিবিরের যে পরিবারগুলোকে মোহনপুর মহকুমা শাসক অফিস থেকে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে নোটিশ করা হয়েছিল, সেই ব্যাপারে কথা বলার জন্য সিপিআইএম মোহনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ সহ অন্যান্যরা মোহনপুরের এসডিএমের সাথে দেখা করেন এবং স্মারক লিপি প্রদান করেছেন। দাবি করেন যে পরিবারগুলো দীর্ঘ ৪০-৫০ বছর যাবৎ এখানে বসবাস করছেন। তাদেরকে যাতে উচ্ছেদ না করে তাদেরকে জমির স্থায়ী পাট্টা দেওয়া হয় এই জায়গাতেই। যার যে যে পরিমাণ জায়গা রয়েছে সেই পরিমাণ জায়গার পাট্টা যাতে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ জানানো হয়।

তিন লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর: আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল মধুপুর থানার পুলিশ।গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে মধুপুর থানার ওসি দেবজিৎ চ্যাটার্জি জানান, গোপন সংবাদের কোনাবন এসসিকলোনি এলাকায় এক বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার অধিক শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে এমনকি গাঁজা পাচারকারী বাড়ির মালিক কে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে নাম প্রকাশ্যে আনতে নারাজ। তবে অতি দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে মধুপুর থানা সূত্রের খবর। পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানার পুলিশ বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিকে, নিজ বাড়িতে গাঁজা সহ গ্রেফতার এক গাঁজা কারবারি। এয়ারপোর্ট থানাধীন নরসিংগড় এলাকার বাসিন্দা অপু দেবের বাড়িতে নেশা বিরোধী অভিযান চালায় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল সহ বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা। এই অভিযানে ৩৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার এবং নেশা কারবারি অপু দে'কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।এই বিষয় এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জানান নেশা বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসাবেই এই অভিযান।পুলিশের কাছে খবর ছিল অপু দীর্ঘ দিন যাবত অবৈধ নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং বর্তমানে তার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ শুকনো গাঁজা মজুদ রয়েছে। এই খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার হয় এবং গাঁজা কারবারি অপুকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং আজ তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। অন্যদিকে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, নরসিংগড় এলাকায় নেশা করবার সহ সর্ব প্রকার অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছে অপু। তার বিরুদ্ধে নেশা করবার সহ বিভিন্ন মামলা রয়েছে বিভিন্ন থানায়।

প্রভু জগতবন্ধু আশ্রমে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ডিসেম্বর: মহানাম সম্প্রদায়ের তৃতীয় সভাপতি শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারীজির ২৩তম তিরোভাব দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিশালগড় নারাউড়াসিত প্রভু জগৎবন্ধু আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। শিবিরের আয়োজক নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখা। শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, মানবতার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য রক্তদান। রক্তদান জীবন দান। সুস্থ মানুষের দান করা রক্তে অন্যের জীবন বাঁচে। রক্ত দানের মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত হয়। আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি তিনি এই ধরণের সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ,বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস, নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, আগরতলা সভাপতি ডা: সঞ্জয় নাথ প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ। শিবিরে ২৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবির পরিচালনা করেন জি বি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক পৃথা দাশ।সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অংশগ্রহণ করেন কলকাতা থেকে আগত মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।